জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

রাস্তা সংস্কার

গঙ্গাসাগর মেলার আগে ৫০ কিলোমিটার রাস্তার মেরামত ও সংস্কারের পরিকল্পনা। বিকল্প বন্দোবস্ত হিসেবে সাগরতট এলাকায় গঙ্গাসাগর-বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের দায়িত্বে রাস্তার কাজ চলছে

শীতলতম কলকাতা

রবিবার ছিল মরশুমের শীতলতম দিন কলকাতায়। এক ধাক্কায় ২ ডিগ্রি নামল তাপমাত্রা। ২৫ ডিসেম্বরের পরে তাপমাত্রা আরও কিছুটা নামবে। এছাড়াও শহরে মাঝারি কুয়াশার সতর্কতা

বড়দিন ও ১ জানুয়ারি খোলা থাকবে জিপসি ও হাতি সাফারি

শৈত্যপ্রবাহ ও দূষণে শতাধিক বিমান বাতিল হল রাজধানীতে

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ২০৭ ● ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫ ● ৬ পৌষ ১৪৩২ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 207 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 16 DECEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

ট্রেনে ডাকাতি ■ প্যান্ট্রিতে আরশোলা কামরার ছাদ ফুটো ■ অসময়ই নিয়ম বারবার দুর্ঘটনা ■ বহু যাত্রীর প্রাণহানি

- ২০২৫-এ এই নিয়ে দু'বার ট্রেনের ভাড়া বৃদ্ধি করল ভারতীয় রেল
- নন-এসিতে ৫০০ কিমি পর্যন্ত যাত্রীদের অতিরিক্ত ১০ টাকা গুনতে হবে
- এসিতে প্রতি কিমি দু'পয়সা করে ভাড়া বৃদ্ধি, নন-এসিতে দ্বিতীয় শ্রেণির ভাড়াবৃদ্ধি আধপয়সা

অপদার্থ রেলমন্ত্রক আবার ভাড়া বৃদ্ধি

প্রতিবেদন : রেলের নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় আজও খামতি রয়ে গিয়েছে। বারবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কেন্দ্র, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করেনি। উদাসীন মোদি সরকার। কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই তাঁর রেলমন্ত্রকের। যাত্রী নিরাপত্তা ও রেল-সুরক্ষাকে শিকেয় তুলে ফের ট্রেনের ভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। ২০২৫-এ এই নিয়ে দু'বার ট্রেনের ভাড়া বৃদ্ধি করল ভারতীয় রেল। যার ফলে মধ্যবিত্তের পকেটে পড়বে বাড়তি চাপ। কিন্তু বাড়তি কোনও পরিষেবা মিলবে না। প্রাণ হাতে করে নিয়েই রেলযাত্রায় বেরোতে হবে যাত্রীসাধারণকে। কেননা রেলের ঘোষণায় ভাড়া বাড়ানো ছাড়া দ্বিতীয় কোনও কথা নেই। যাত্রীদের সুরক্ষার কোনও ব্যবস্থা না করে আয় বাড়ানোর প্ল্যান শুধু।

তীব্র নিন্দা তৃণমূলের

প্রতিবেদন : ২৬ ডিসেম্বর থেকে ভারতীয় রেলে টিকিটের মূল্যবৃদ্ধির তীব্র নিন্দা করল তৃণমূল কংগ্রেস। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তৃণমূল রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের বক্তব্য, ভারতীয় রেলের ভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করছি। রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার দেখিয়েছেন যাত্রীদের উপর চাপ সৃষ্টি না করেও কীভাবে রাজস্ব আদায় বাড়ানো যায়। রেলে রক্ষণাবেক্ষণের বালাই নেই, পরিষেবার বালাই নেই, যাত্রীদের নিরাপত্তার বালাই নেই। গতকালও ট্রেনের ধাক্কায় তাহেরপুরে তিন-চারজন প্রাণ হারিয়েছেন। লোকাল থেকে দূরপাল্লা, কোনও ট্রেনই নির্ধারিত টাইমে চলে না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থেকে খাবার, জলের জঘন্য অবস্থা। এতকিছুর মধ্যে এদের কোনও অধিকারই নেই ভাড়া বাড়ানোর! তৃণমূল কংগ্রেস এর তীব্র নিন্দা করছে!

বছর শেষে এসে ২৬ ডিসেম্বর থেকে ট্রেনের ভাড়া বৃদ্ধি করা হল। মোদি সরকারের ট্রেনের ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে উঠে পড়েছে প্রশ্ন। এই ভাড়া বৃদ্ধিতে আমজনতার উপর চাপ বাড়বে। তবে রেলের রোজগার বাড়বে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা। মূলত দূরপাল্লা এবং এক্সপ্রেস— এই দুই ধরনের ট্রেনের টিকিটের ভাড়া বাড়ছে। এই দুই ধরনের ট্রেনের এসি ও নন-এসির সংরক্ষিত টিকিটের ভাড়া বাড়ানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে রেল। সংশোধিত ভাড়া অনুযায়ী, নন এসিতে ৫০০ কিমি পর্যন্ত যাত্রীদের অতিরিক্ত ১০ টাকা গুনতে হবে। এসির টিকিট বাবদ প্রতি কিমি দু'পয়সা করে ভাড়া বৃদ্ধি করা হবে। নন-এসি দ্বিতীয় শ্রেণির টিকিটের (এরপর ১২ পাতায়)

বিজিবির কবজায় বিএসএফ জওয়ান

পাচারকারীদের হাতে কিডন্যাপ রক্ষাকর্তাই

সংবাদদাতা, কোচবিহার : কোথায় সীমান্তের নিরাপত্তা? স্বয়ং রক্ষাকর্তাকেই তুলে নিয়ে গেল পাচারকারীরা! রবিবার ভোরে কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ সীমান্তের ঘটনা। কী ঘটেছিল? গরু পাচার রুখতে গিয়ে পাচারকারীদের হাতেই অপহৃত বিএসএফ জওয়ান। শুধু তাই নয়, বিএসএফের ১৭৪ ব্যাটালিয়নের অর্জুন ক্যাম্পে কর্মরত ওই কনস্টেবল বেদ প্রকাশকে জোর করে আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে যায় পাচারকারীরা। পরে ওই পাচারকারীরাই জওয়ানকে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-র হাতে তুলে দেয়! এখানেই প্রশ্ন উঠেছে, বিএসএফ যেখানে নিজেকেই রক্ষা করতে ব্যর্থ, সেখানে সীমান্ত রক্ষা করবে কী করে? কী করে রুখবে অনুপ্রবেশ? কীভাবে বন্ধ হবে পাচার? এর উত্তর পাওয়া যায়নি। বরং ফ্লাগ মিটিং করে কীভাবে ওই জওয়ানকে ফেরানো যায় রাত পর্যন্ত চলে সেই চেষ্টা। যদিও এই ঘটনা নতুন নয়, এর আগেও ২০২৪ সালে ২৫ সেপ্টেম্বর নদিয়ার সীমান্তে ঘটেছিল একই ঘটনা। তখনও গরু-সহ সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে ফেরার চেষ্টা করছিল কয়েকজন অনুপ্রবেশকারী। তাদের দেখেই তাড়া করেন সীমান্তের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক বিএসএফ জওয়ান। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ছিল না কোনও অস্ত্র। আর সেই সুযোগে পাচারকারীরা ওই জওয়ানকে টেনে নিয়ে যায় বাংলাদেশের দিকে। সীমান্ত পেরোতেই বাংলাদেশি

সেনার হাতে ধরা পড়েন তিনি। তার পর দু'দেশের মধ্যে দীর্ঘ টালবাহানার পর মুক্তি পান ওই জওয়ান। এই অতীত থেকে কোনওরকম শিক্ষা নেয়নি বিএসএফ। যার ফলে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এভাবে বারবার বেরিয়ে পড়ছে বিএসএফের কঙ্কালসার চেহারা। এর ফলে বিএসএফ যে সীমান্ত রক্ষায় একেবারে ব্যর্থ তা বারে বারে প্রমাণ হচ্ছে।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ভরপুর

খাল-বিল-নদী সমুদ্র-পুকুর
সবই মোদের কর্মদুপুর
বাউল মাটিতে একতারার সুর
মাঝির নৌকায় যাত্রী ভরপুর।।

গন্তব্য সবার নিজেদের পথে
তৃষিত জলঙ্গী তৃষ্ণা সাতে
মাটির সুরভি ও জলের স্রোতে
গান গায় চাঁদ, চাঁদনী রাতে।।

ঝিকিমিকি জলে জোনাকি পোকা।
ঝিঁঝির শব্দে হয় নাক ডাকা।
আকাশ ঢেকেছে সবুজ বলাকা
নদীর পাড়ে বসে আমি আছি একা।।

জীবন সৈকতে সকল শূন্য ভরি
ভাটিয়ালি সুরে ভাসে পান সুপারি
ভেসে চলে ডিঙি, ঘুমায় পানকৌড়ি
জলোচ্ছ্বাস ভাবে আহা মরি মরি।

রাত পেরিয়ে আসে সূর্য প্রভাত
পাখির কলরবে শেষ হয় রাত
ভোর বাতাসে শুরু হিসাবের অঙ্কপাত
ইদের চাঁদ বলে, দাও গো জাকাত।

সুপ্রিম-নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা, নির্বাচনী বন্ডে দেদার টাকা তুলল বিজেপি

মোদি সরকারের বিরুদ্ধে কেন কড়া ব্যবস্থা নয়?

- ২০২৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট জানায় নির্বাচনী বন্ড অসাংবিধানিক

- নির্দেশের এক বছরের মধ্যে নির্বাচনী বন্ডে অনুদান বেড়েছে ২০০%

- ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনী বন্ডে অনুদান পেয়েছে ৩৮১১ কোটি
- ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে নির্বাচনী বন্ডে অনুদান মিলেছিল ১২১৮ কোটি টাকা

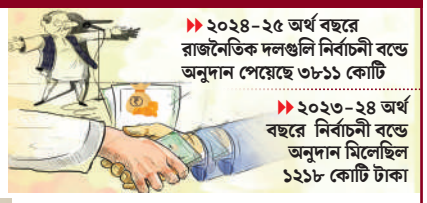

- অনুদানের ৮২% অর্থাৎ ৩৮১১ কোটি টাকা গিয়েছে বিজেপির তহবিলে

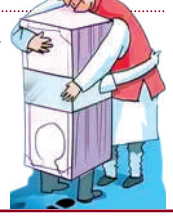

- নির্বাচনী বন্ডে কংগ্রেস পেয়েছে ২০০ কোটি টাকা

- নির্বাচনী বন্ডে অন্যান্য দল পেয়েছে ৪০০ কোটি টাকা

বিএলএ-দের নিয়ে আজ ইনডোরে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : আজ, সোমবার বিএলএদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করবেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বৈঠকে দলের গুরুত্বপূর্ণ কর্মীরাও অংশ নেবেন। নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে এই সভায় থাকবেন থাকবেন অন্যান্য নেতৃত্বও। মঙ্গলবারই দলনেত্রী ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের সমস্ত বিএলও ও কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করার কথা। (এরপর ১২ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

22 December, 2025 • Monday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৫৭
সুন্দরীমোহন দাস
(১৮৫৭-১৯৫০)

এদিন জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত চিকিৎসক। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। সেসময় ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট ও চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সেবক, সংগঠক ও অধ্যক্ষ ছিলেন। 'বৃদ্ধাধাত্রীর রোজনামচা' তাঁর একটি স্মরণীয় রচনা। প্রথম জীবনে ব্রাহ্মধর্মে অনুপ্রাণিত হলেও শেষ জীবনে বৈষ্ণবধর্মে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। তিনি ২০০ কীর্তন লিখেছিলেন।

১৮৮০
জর্জ এলিয়ট
(১৮১৯-১৮৮০) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আসল নাম মেরি অ্যান ইভান্স। ইংরেজ ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক, অনুবাদক এবং ভিক্টোরীয় যুগের নেতৃস্থানীয় লেখক। মহিলা হয়েও তিনি পুরুষ ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন, যাতে তাঁর কাজ মানুষ গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করে।

২০১০
মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা
এদিন সমকামীদের সেনাবাহিনীতে যোগদান সংক্রান্ত সরকারি নীতি 'ডোন্ট আস্ক ডোন্ট টেল' নীতি সরকারিভাবে প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্তে সিলমোহর দেন।

১৮৫১
১৮৫১ সালের ২২ ডিসেম্বর ভারতে প্রথম রেল চালু হয়। রুরকিতে স্থানীয় একটি খাল নির্মাণকার্যে মালপত্র আনা নেওয়া করার জন্য এই ট্রেনটি চালু করা হয়েছিল।

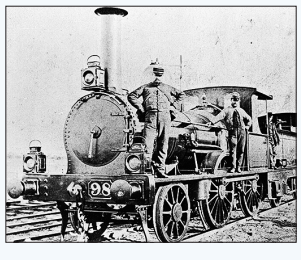

১৮৫৩ সারদা দেবী (১৮৫৩-১৯২০) বাঁকুড়ার জয়রামবাটিতে ১৮৫৩ সালের ২২ ডিসেম্বর, বাংলায় ১২৬০ সনের ৮ পৌষ, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পত্নী ও সাধনসঙ্গিনী এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সংঘজননী মা সারদা আসলে এক ব্যাপ্ত মাতৃমূর্তি। তিনি সকলের মা। তাঁর কথাতেই আছে, তিনি সতেরও মা, অসতেরও মা।

১৮৮৭ শ্রীনিবাস রামানুজন
(১৮৮৭-১৯২০) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ। বিশুদ্ধ গণিতের কোনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই মাত্র ৩২ বছরের জীবনে প্রায় ৪০০০ বিস্ময়কর সূত্র ও উপপাদ্য আবিষ্কার করেছেন, যেগুলো বর্তমান সুপার কম্পিউটারের যুগেও গুরুত্ব হারায়নি।

১৯৮৯ নিকোলাই চাওসেস্কু
এদিন রোমানিয়াতে ক্ষমতাচ্যুত হন। ১৯৬৫ থেকে তিনি সেদেশের সর্বোচ্চ শাসক ছিলেন। ১৭ ডিসেম্বর তিমিসোয়ারা শহরে সরকার বিরোধী বিক্ষোভে গুলিচালনার পর থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আন্দোলন চূড়ান্ত আকার নেয়। তারই জেরে তিনি ক্ষমতা হারান। এদিনই হেলিকপ্টারে চেপে সস্ত্রীক দেশ ছাড়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু বিদ্রোহীরা তাঁদের ধরে ফেলে।

১৭৯৭ রাজা নবকৃষ্ণ দেব (১৭৩৩-১৭৯৭) এদিন প্রয়াত হন। বাংলার বুকে ইংরেজদের প্রতিপত্তি বিস্তারের অন্যতম সহায়ক। ১৭৫৭ সালে কলকাতায় নতুন তৈরি শোভাবাজার রাজবাড়িতে তিনি রবার্ট ক্লাইভের উপস্থিতিতে প্রথম দুর্গাপূজা শুরু করেন যা কলকাতা শহরের সবথেকে পুরনো দুর্গাপূজা। ১৭৬৬-তে ক্লাইভের চেষ্টায় 'মহারাজ বাহাদুর' উপাধি ও ৬ হাজারি মনসবদারের পদ পান। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মতো তাঁরও পণ্ডিতসভা ছিল। মায়ের শ্রাদ্ধে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। সেই শ্রাদ্ধ সভায় উপস্থিত অভ্যাগত ও দীনদরিদ্রদের জন্য পণ্যবীথিকা নির্মাণ করেন। সেই সূত্রে পূর্বতন রাসপল্লির নতুন নাম হয় সভাবাজার, লোকমুখে সেটাই হয়ে দাঁড়ায় শোভাবাজার। কলকাতায় মাদ্রাসা কলেজ ও সেন্ট জর্জ চার্চ নবকৃষ্ণের দান করা জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

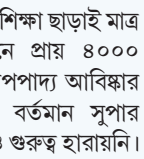

কর্মসূচি

■ রবিবার হুগলি জেলার বৈদ্যবাটিতে এমএলএ কাপ ফুটবলের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক অরিন্দম গুঁই, প্রাক্তন বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল, কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন দাস প্রমুখ।

■ বৈদ্যবাটি শেওড়াফুলি শহর তৃণমূল সংখ্যালঘু সেল ও ২৩ নং ওয়ার্ড তৃণমূল জয় হিন্দ বাহিনীর উদ্যোগে শীতবস্ত্র ও মশারি বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিধায়ক অরিন্দম গুঁই, সুবীর ঘোষ, সমর বাগচী, দেবরাজ দত্ত, পুরসদস্যা শতরূপা চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৯২

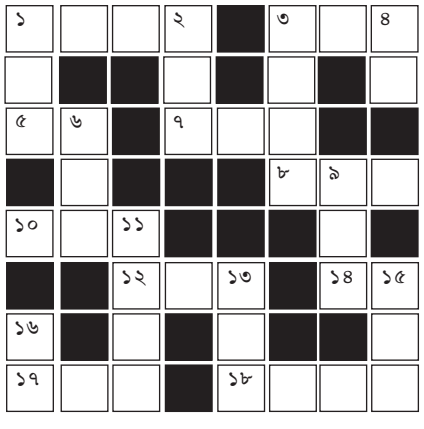

পাশাপাশি : ১. আমানত ৪. শীত, হিমঋতু ৬. শ্রেষ্ঠ ৭. সামান্য, অল্পস্বল্প ৯. সৎছেলে ১২. বিষাক্ত ঘা ১৩. ভোজন ১৫. বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কিছু পরিবারের দ্বারা স্থাপিত বসতি।

উপর-নিচ : ১. মোক্ষ বা মুক্তি ২. নয়া ৩. স্ত্রী-পুরুষ ৫. মোড়া ও বাঁকানো ৮. ব্রহ্মা ১০. সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল ১১. যে বাড়িতে অনেকদিন মানুষ বাস করেনি ১২. দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষী।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৯১ : পাশাপাশি : ১. এলেবেলে ৩. উত্থান ৫. কর ৭. নখরা ৮. শাখাগ্‌র ১০. বিতত ১২. হজমি ১৪. পদ ১৭. ভঙ্গিল ১৮. ইন্দ্রায়ুধ। **উপর-নিচ:** ১. এপিক ২. লেখন ৩. উত্তরাশা ৪. নরি ৬. রক্ষিত ৯. খারাপ ১১. তহশিল ১৩. মিঠাই ১৫. দরাজ ১৬. উভ।

নজরকাড়া ইনস্টা

■ কৌশানী

■ পাওলি দাম

■ কাজল

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

22 December 2025 • Monday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২২ ডিসেম্বর ২০২৫
সোমবার

আটক বিপুল পরিমাণ সুপারি ছাড়ানোর জন্য শুল্ক দফতরের নাম করে ৩৫ লক্ষ টাকা হাতানোর অভিযোগ। শেক্সপিয়র সরণি থানায় অভিযোগ তিন ব্যবসায়ীর

২০২৬-এর নির্বাচনে যোগ্য জবাব দেবে মানুষ

মোদির মিথ্যাচারে প্রকৃতিও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তোপ কল্যাণের

সংবাদদাতা, হুগলি : নরেন্দ্র মোদির মিথ্যাচারে প্রকৃতিও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ঈশ্বর বোধহয় চান না, প্রধানমন্ত্রী তাহেরপুরের সভায় পৌঁছান। এবার নরেন্দ্র মোদির বঙ্গ-সফর নিয়ে কটাক্ষ করলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, মোদির গন্তব্য বাংলা হতে পারে না, সেটা ঈশ্বরও বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি এত মিথ্যা কথা বলেছেন যে, আবহাওয়াও ওঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

তৃণমূল সাংসদের কথায়, প্রধানমন্ত্রীর জঙ্গলরাজ নিয়ে অনেক কথা আগেও বলেছেন। যতবার বলেছেন, বাংলার মানুষ ততবার যোগ্য জবাব দিয়েছে। যে মানুষটা বাংলা-বাঙালিকে অপমান করে, বাংলাকে বঞ্চিত করে, তিনি আবার বাংলার উন্নয়ন করবেন কী করে। সাংসদের প্রশ্ন, একশো দিনের কাজ বাংলার মানুষের জন্য ছিল। সেই কাজ দেননি কেন? হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট বলার পরেও তাঁরা কাজ দিচ্ছে না। বাংলার প্রতি তাঁদের এই বঞ্চনা কখনওই বাংলার মানুষ মেনে নেবে না। রবীন্দ্রনাথ থেকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সবাইকে অপমান করেছে বিজেপি। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফ কথা, যেভাবে বাংলা ও বাঙালিকে অপমান করেছে, মানুষ তার যোগ্য জবাব দেবে ২০২৬-এ।

প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে তিনি বলেন, মতুয়াদের নিয়ে যে আশ্বাস দিয়েছিল সেসবের কিছুই করতে পারেনি। শান্তনু ঠাকুর বলেছিলেন নাগরিকত্ব দিয়ে দেবেন। তা হয় নাকি। নাগরিকত্ব আইনের একটা পদ্ধতি আছে, সরকারি নিয়ম আছে। ভিড় করিয়ে টাকা তুলছে। আর এমন একটা কাগজ দিচ্ছে যে কাগজটা ধর্তব্যের মধ্যেই রাখা যাবে না। মতুয়াদের ভোট-আবেগ নিয়ে ২০২৪ পর্যন্ত জিতেছে। এবার মতুয়ারা বুঝে গিয়েছে নরেন্দ্র মোদি তাদের জন্য কিছু করবে না। করবেন একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ হুগলির কানাইপুরে যোগাসন প্রতিযোগিতার মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ ১৪৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ক্রিস্টিনা বিশ্বাস ও ববি বিশ্বাসের উদ্যোগে জোকা ডায়মন্ড পার্কে দক্ষিণ কলকাতা ক্রিসমাস কার্নিভালের উদ্বোধনে সাংসদ সুব্রত বক্সি, সাংসদ মালা রায়, বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায়, মেয়র পারিষদ সন্দীপরঞ্জন বক্সি, বরো চেয়ারম্যান চৈতালি চট্টোপাধ্যায়-সহ চার্চ ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্মানীয় প্রধানরা। রবিবার।

সেবাশ্রয়-এর উদ্বোধনে চন্দ্রিমা

■ উত্তর দমদমে সেবাশ্রয়-এর উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ছিলেন সৌগত রায়-সহ বিশিষ্টরা।

সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা : সেবাশ্রয়ের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। রবিবার থেকে শুরু হল দমদম উত্তর বিধানসভার মানুষের জন্য সেবাশ্রয়। এদিন উত্তর দমদম পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের মনি সংঘের খেলার মাঠে সেবাশ্রয় শিবিরের উদ্বোধনে করেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বিধায়ক রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে এই পরিষেবা প্রদান চলছে। অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হলে তারও ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। এছাড়াও এদিন শুধুমাত্র দমদম উত্তর বিধানসভার জন্য একটি মোবাইল স্বাস্থ্য ইউনিট যা স্বাস্থ্য বন্ধু নামে পরিচিত সেই একটি ইউনিট আনা হয়। যেটি এই বিধানসভার নাগরিকদের জন্য ব্যবহার করা হবে। এদিন এই সেবাশ্রয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সাংসদ সৌগত রায়, উত্তর দমদম এবং নববারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান বিধান বিশ্বাস, প্রবীর সাহা সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের পুর পারিষদ সদস্য ও পুর প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট চিকিৎসকরা। প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯টি জায়গায় ৩৮টি ক্যাম্প করা হবে। এরপর ৫টি বিশেষ ক্যাম্প করা হবে।

বিএলএ-দের দলনেত্রীর নির্দেশ আপনারা মানুষের পাশে থাকুন

মণীশ কীর্তনিয়া

গাজোয়ারির এসআইআর। একপ্রস্থ শেষ। এবার হিয়ারিংয়ের নোটিশ যেতে শুরু করেছে কমিশনের তথাকথিত 'সন্দেহজনক ভোটার'দের কাছে। সংখ্যাটা ১ কোটির অনেক বেশি। প্রাথমিক পর্যায়ে ৩০ লক্ষ ভোটার নোটিশ পাবেন। এই আবহে আতঙ্কিত মানুষ ভরসা রাখছেন তৃণমূলের বিএলএ-দের ওপরই। কারণ তাঁরাই মানুষের পাশে থেকে সর্বক্ষণ সাহায্য করছেন। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ মানুষের পাশে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেসের কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি এই পর্বে। দলীয় নির্দেশ, ক্যাম্প করে ফর্ম ফিলআপ থেকে যাবতীয় সমস্যা সমাধানে পাশে থেকেছেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। সাংসদ-বিধায়করা ক্যাম্পে পড়ে থেকেছেন। রাজ্যস্তরের নেতারাও গিয়ে জেলা চষে ফেলেছেন। এবার হিয়ারিং পর্বেও ভরসা সেই তৃণমূলই।

ইতিমধ্যেই দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিধানসভা কেন্দ্রের বিএলএ-দের ডেকে আরও বেশি করে মানুষের পাশে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। বাড়ি বাড়ি যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আগামী সোমবার (২২ ডিসেম্বর) নেতাজি ইনডোরে বিএলএ এবং দলের গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদের নিয়ে বিরাট সভা করবেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে সামগ্রিকভাবে আরও একগুচ্ছ নির্দেশিকা দেবেন। সেই গাইডেন্স পাথেয় করেই এই হিয়ারিং পর্ব থেকে মূল ভোটার তালিকা প্রকাশ হয়ে পর্যন্ত মানুষের পাশেই থাকবে তৃণমূল। কারণ এখনও পর্যন্ত বাংলার মানুষ ভরসা করেন তাঁদের ঘরের মেয়েকেই। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছেন, বুক দিয়ে তিনি বাংলাকে আগলে রাখবেন। একজন বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলেও তুমুল প্রতিবাদ হবে। ২০২৬-এর মেগা বিধানসভার নির্বাচনের আগে বিজেপি-কমিশনের যৌথ ষড়যন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করে মাঠে-ময়দানে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি কোথাও ছিল না। কারণ যাদের বুথে দেওয়ার মতো লোক নেই, তারা মানুষের পাশে থাকবে কী করে? বিজেপিই তো নাম বাদ দেওয়ার খেলায় নেমেছে! তাই বিজেপিকে বিশ্বাস, ভরসা কোনওটাই করে না বাংলার মানুষ। ভরসা সেই জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভরসা সেই তৃণমূল কংগ্রেস।

শুনানি নিয়ে কিছু নির্দেশিকা

প্রতিবেদন : কমিশনের শুনানি পর্বে প্রামান্য নথি হিসেবে স্কুল থেকে নেওয়া শংসাপত্র গ্রাহ্য হবে না। পর্ষদ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শংসাপত্রই গ্রাহ্য হবে। এছাড়াও শুনানি কোনও পঞ্চায়েত দফতরে করা যাবে না। ব্লক স্তরে শুনানি করা যাবে বিডিও অফিস বা সমপর্যায়ের সরকারি দফতরে। কমিশনের কাছে বারবারই অভিযোগ আসছিল বেশ কিছু এলাকায় বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে স্কুল সার্টিফিকেট নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে যাতে বিতর্ক না তৈরি হয় তার জন্যই কমিশন বাধ্য হয় দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে বিতর্কে ইতি টানতে।

সেরা পতঙ্গবিদের শিরোপা বাংলার

প্রতিবেদন : দেশের সেরা পতঙ্গবিদের শিরোপা পেলেন জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার বিজ্ঞানী নবনীত সিং। পেলেন থেক্কাথু নারায়ণ অনন্তকৃষ্ণণ সম্মান। নবনীত বিগত ১০ বছরে ১৯০টির বেশি প্রজাতির প্রজাপতি ও মথ আবিষ্কার করেছেন। প্রজাপতির নতুন ২০টি গণও তাঁর আবিষ্কার। পরাগ সংযোগ নিয়েও গবেষণা চলছে। পতঙ্গবিজ্ঞানী অনন্তকৃষ্ণণ ২০১৫ সালে প্রয়াত হন। ২০১৬ সাল থেকে তাঁর নামে এই পুরস্কার দেওয়া শুরু। দীর্ঘ তালিকা থেকে বাছাই করে বেঙ্গালুরুতে নবনীতকে সম্মান দেওয়া হয়।

বারাসতে পরীক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াল তৃণমূল

সংবাদদাতা, বারাসত : হাতে আর একটি মাস। তারপরেই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। তার আগে বারাসাত সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ করা হল রবিবার। এদিন বারাসাত পুরসভার বিদ্যাসাগর সভাকক্ষে উপস্থিত ছিলেন বারাসত সাংগঠনিক জেলার টিএমসিপির সভাপতি সোহম পাল, বারাসত শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশিস মিত্র, বারাসত শহর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি চয়ন দাস, বারাসত পুরসভার পুরপিতা অরুণ ভৌমিক, চম্পক দাস, অভিজিৎ নাগ চৌধুরি, দেবব্রত পাল, ডাঃ বিবর্তন সাহা, শিল্পী দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা বারাসতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ছেলে ডাঃ বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার সহ অন্যরা। এদিন ডাঃ বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে ব্যাগ তুলে দেন।

সম্পাদকীয়

22 December, 2025 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সততার মুখোশ

২০২৪। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নির্বাচনী বন্ডকে পুরোপুরি অসাংবিধানিক বলা হয়। তারপর বিগত এক বছরে নির্বাচনী বন্ডে টাকা উঠছে। দেদার টাকা তুলেছে বিজেপি। হিসেব বলছে, ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে নির্বাচনী বন্ডে যে টাকা তোলা হয়েছে তার চাইতে ২০০% বেশি টাকা উঠেছে ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে। এবং ৮২% নির্বাচনী বন্ড বাবদ টাকা ঢুকেছে ভারতীয় জনতা পার্টির অ্যাকাউন্টে। টাকার পরিমাণ ৩,৮১১ কোটি। পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে বিজেপি আসলে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তকেও মোটেই তোয়াক্কা করে না। প্রধানমন্ত্রীর না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা স্লোগান যে কতখানি মেকি তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। সততা শুধুই লোক দেখানো আর বিজ্ঞাপন করার জন্য। দেশের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি তঞ্চকতা করছে বিজেপি। ইডি-সিবিআইকে দিয়ে ভয় দেখাচ্ছে। রাতের অন্ধকারে রেইড করাচ্ছে। বিরোধী দলগুলি যাতে এইসব সংস্থা থেকে কোনওরকম সাহায্য না পায় তার জন্যই এই অনৈতিক কাজ করে চলেছে এবং নিজেদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকিয়ে চলেছে। বিজেপিকে সবচেয়ে বেশি অনুদান দিয়েছে প্রুডেন্ট ইলেক্টোরাল ট্রাস্ট। যার মধ্যে নামকরা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, কী করে বিজেপি এই নীতিবহির্ভূত কাজ করছে, সুপ্রিম কোর্টকে সরাসরি উপেক্ষা করছে। আসলে এটাই হল বিজেপির নীতি। গোটা দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে নির্বাচনী তহবিল বাড়িয়ে চলেছে। এজেন্সিগুলিকে কাজে লাগাচ্ছে নির্লজ্জভাবে। বিজেপির এই সততার মুখোশ খুলে গিয়েছে। প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। মানুষই এর বিচার করবেন। বিগত ১১ বছরে দেশের অর্থনীতির পরিকাঠামোর মেরুদণ্ড এই ভাবেই ভেঙে দিচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি।

e-mail থেকে চিঠি

‘আচ্ছে দিনে'র দেখা নেই, ট্রেনের ভাড়া বাড়ছেই

‘আচ্ছে দিনে’র স্বপ্ন অধরা। উল্টে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কায় নাজেহাল মধ্যবিত্ত। রীতিমতো নুন আনতে পান্তা ফুরনোর মতো অবস্থা। পাল্লা দিয়ে কমছে যাত্রী নিরাপত্তা। বাড়ছে রেল দুর্ঘটনার সংখ্যা। এর মধ্যে বাড়তে চলেছে ট্রেনের ভাড়া। যার প্রভাব পড়বে দূরপাল্লার সফরের ক্ষেত্রে। আগামী ২৬ ডিসেম্বর থেকে নতুন ভাড়া কার্যকর হবে বলে জানা গিয়েছে। সাধারণ ক্লাসে ২১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত ভ্রমণেও যাত্রীদের গুনতে হবে না অতিরিক্ত কোনও অর্থ। কিন্তু এর থেকে বেশি দূরত্বে ভাড়া বাড়তে চলেছে। রেল দফতরের দেওয়া বিবৃতি অনুসারে, সাধারণ শ্রেণির ক্ষেত্রে ২১৫ কিলোমিটারের বেশি দূরত্বে প্রতি কিলোমিটারে ১ পয়সা করে ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। অন্যদিকে, মেল এবং এক্সপ্রেস ট্রেনে নন-এসি কোচে প্রতি কিলোমিটারে ভাড়া বাড়ছে ২ পয়সা। একই হারে ভাড়া বাড়ছে ট্রেনের এসি শ্রেণির টিকিটেও। এর ফলে কী হবে? ট্রেনের নন-এসি শ্রেণিতে ৫০০ কিমি সফরে আগামী দিনে যাত্রীদের গুনতে হবে অতিরিক্ত ১০ টাকা। এর মাধ্যমে বছরে রেলের আরও প্রায় ৬০০ কোটি টাকা আয় হবে। মোদি জমানায় দেশে ‘বন্দে ভারত’-এর মতো প্রিমিয়াম ট্রেন চালু হলেও সাধারণ ট্রেনগুলিতে যাত্রী পরিষেবা নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই। সেইসঙ্গে দুর্ঘটনার সংখ্যাও এখনও যথেষ্ট উদ্বেগজনক। এনিয়ে সরকারের তরফে বিভিন্ন সময়ে নানা গালভরা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও, কাজের কাজ কিছু হয়নি। সুতরাং, যাত্রীদের পকেট কাটার এই নয়া বন্দোবস্ত রেল যাত্রীদের কোনও কাজে আসবে না, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

—অনিকেত বসু,
লেকটাউন, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

জয় নিতাই

২১ ডিসেম্বরের কথা। মতুয়া ভোট ধরে রাখতে এর আগে তাঁর গলায় হরিচাঁদ, গুরুচাঁদ ঠাকুর ও বড়মার কথা শোনা গিয়েছিল। শোনা গিয়েছিল জয় মা কালীও। এদিন শোনা গেল ‘জয় নিতাই।’ কিন্তু এই শব্দবন্ধ কি মোদিজির মুখে শোভা পায়? লিখছেন **দেবাশিস পাঠক**

ফোনে মাত্র ১৫ মিনিটের ভাষণ। তাতেই অন্তরে লালিত প্রত্যাশা পরিণত হল হতাশায়! প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এলেই পূরণ হবে যাবতীয় প্রত্যাশা, মিলবে ভারতীয় নাগরিকত্ব, নাম উঠবে ভোটার তালিকায়—গত কয়েকমাস ধরে যে ঢাক বাজাচ্ছিল বঙ্গ বিজেপি, তা ফেটে গেল! আশাভঙ্গ হল মতুয়াদেরও। কলকাতা বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জ থেকে যে ভাষণ তাহেরপুরের জমায়েতকে শুনিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, তাতে এসআইআর পর্বে মতুয়াদের আতঙ্ক কমানোর কোনও নিদান ছিল না। শনিবার ভোর থেকে প্রত্যাশার ঝাঁপি নিয়ে বসে থাকা মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ কেবল শুনলেন প্রধানমন্ত্রী উচ্চারিত—‘জয় নিতাই’, ‘জয় হরিচাঁদ ঠাকুর’, ‘জয় গুরুচাঁদ ঠাকুর’ এবং ‘জয় বড়মা’! নাগরিকত্ব নিয়ে একটি শব্দও সেই ভাষণে ছিল না।

২ লক্ষ কোটি টাকা বকেয়ার বিষয়ে মুখে কুলুপ আঁটলেও তিনি জানান, তাঁরা ক্ষমতায় এলে বাংলার জন্য অর্থ ও প্রকল্পের কোনও অভাব হবে না। সব শুনে ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান দিয়ে বাড়ি ফিরে যান মোদি-ভক্তরা। তবে মতুয়ারা ফিরেছেন থমথমে মুখে, শূন্য হাতে।

আর এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠছে, ‘জয় নিতাই’ উচ্চারণে কার জয়ধ্বনি করা হচ্ছে, সেটা ঋষি বঙ্কিম চন্দ্রকে ‘বঙ্কিমদা’ সম্বোধন করা প্রধানমন্ত্রী জানেন কি? জানলে কি নিতাইয়ের নামে তিনি জয়ধ্বনি দিতে পারতেন? ‘জয় নিতাই’ উচ্চারণ কি তাঁর গলায় শোভা পায়?

নদিয়ার পবিত্র মাটি স্মরণ করে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে মোদি যাঁর নামে জয়ধ্বনি দিলেন তিনি গৌরাঙ্গ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নন, তিনি নিত্যানন্দ মহাপ্রভু। এটা কি নরেন্দ্র মোদি জানেন?

উনি কি জানেন, ওঁকে কি ওঁর বঙ্গীয় সহচররা কদাচ বলেছেন, এই হলেন সেই নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, যিনি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে সুস্পষ্ট ভাবে বলেছিলেন, “সকলি কর তুমি। তুমি যন্ত্রী হও, যন্ত্রতুল্য হই আমি।”গৌরাঙ্গের আজ্ঞায় তিনি আপন জীবনের গতিপথ স্থির করতে ইতস্তত করেননি। সম্ভবত নরেন্দ্র মোদি এতসব জানেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে যিনি নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে গুলিয়ে ফেলেন, তিনি কীভাবে জানবেন, ধর্মীয় গণ্ডিতে দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের যেমন বলরাম, কলিযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তেমনই নিত্যানন্দ। মহাপ্রভুর নির্দেশ মেনে তিনি বাংলার বুকে কৃষ্ণনাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে গৌরনাম কীর্তন, গৌরবিগ্রহ পূজন এবং গৌরচরিত গ্রন্থ প্রণয়নে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। বাংলার নিম্নবর্গীয় মানুষের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের যে বিস্তার, তার বীজ চৈতন্য রেনেসাঁসে নিহিত ছিল, সত্যি। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুই এই ভাবান্দোলনের অগ্রনায়ক ছিলেন। চৈতন্যের বীজতলায় তিনিই মূল কৃষক।

টোটাল পলিটিক্যাল সায়েন্সে স্নাতক যে প্রধানমন্ত্রী, তাঁর কাছ থেকে তো এত জ্ঞান প্রত্যাশা করা যায় না!

ভিড় পাতলা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় যিনি শেষ পর্যন্ত তাহেরপুরে পৌঁছাতে চাননি, তিনি কি জানেন, ১৪৪৩ শকাব্দ বা ১৩৬৫ খ্রিস্টাব্দের রথযাত্রার পর মহাপ্রভুর নির্দেশ মেনেই নিত্যানন্দ প্রভু আর নীলাচলমুখো হননি?

গৌড়বঙ্গে এসে নিত্যানন্দ প্রথমে এলেন পানিহাটিতে। ‘পণ্যহট্ট’ বা জিনিসপত্রের হাট, তার থেকে পানিহাটি। বর্ধমানের কাটোয়া, দাঁইহাট, কালনা, ওদিকে হুগলির চুঁচুড়া, ফরাসডাঙা, সপ্তগ্রাম, ওপাশে মেদিনীপুরের তাম্রলিপ্ত—বঙ্গদেশের তাবৎ বাণিজ্যস্থল থেকে বড় বড় মহাজনি নৌকা এসে ভিড়ত পানিহাটির ঘাটে। যশোহরের বিখ্যাত পেনেটি ধান যেত দেশের নানা প্রান্তে, এখান থেকেই। এহেন পণ্যহট্টকে পুণ্যহট্টে পরিণত করতে পানিহাটিতে ঘাঁটি গেড়েছিলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু। পানিহাটিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের দুর্গ তখন রাঘব পণ্ডিতের বাড়ি। সেখানে নিত্যানন্দের কণ্ঠে কীর্তন শোনার আকর্ষণে দলে দলে লোকে ভিড় করতে আরম্ভ করল। এমনকী হুগলির ত্রিবেণী থেকেও লোকে আসত পানিহাটিতে, রাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে, স্রেফ নিত্যানন্দের সংকীর্তনের আসরে যোগ দেবে বলে। মানুষজন অবাক হয়ে দেখত, ঘরে ঘরে যাচ্ছেন নিত্যানন্দ। দাঁতে ধরে আছেন ঘাস। আর সকাতরে জানাচ্ছেন মিনতি, “আমারে কিনিয়া লও ভজ গৌরহরি”। বলছেন আর পরক্ষণেই মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। দেখে মনে হয় ‘রজত-পর্বত যেন ধূলায় লোটায়’।

নরেন্দ্র মোদির বিজেপি জাতপাতের রাজনীতি করে। দলিত পেটানোর রাজনীতি করে। আর ‘জয় নিতাই’ স্লোগানের নিতাই সপ্তগ্রামের জাতিচ্যুত সোনার বেনে দিবাকর দত্তকে সামনে রেখে সুবর্ণ বণিকদের হিন্দু সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনেছিলেন। বল্লাল সেন সুবর্ণ বণিকদের শূদ্রত্বে পতিত করেন। আর সেই সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়ের সন্তান, ‘ভক্তোত্তম’ উদ্ধারণের হাতে ছাড়া অন্য কারও হাতে রান্না করা খাবার নিত্যানন্দ মুখে তুলতেন না।

নরেন্দ্র মোদি জানেন বাংলার সেই সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাস? না জানলে, কোন মুখে তিনি নাটক করতে ‘জয় নিতাই’ ধ্বনি দিচ্ছেন?

স্ত্রী পরিত্যাগকারী নরেন্দ্র মোদি কি জানেন, অবধূত নিত্যানন্দকে বিয়ে করতে বলেছিলেন স্বয়ং শ্রীচৈতন্য? বুঝিয়ে ছিলেন নিত্যানন্দও যদি গৃহস্থ ধর্মের বদলে মুনিধর্ম আঁকড়ে থাকেন, তাহলে নীচ, পতিত, অশিক্ষিত, সংস্কার গ্রস্ত, মূর্খ মানুষেরাও ভাববে মুনিধর্ম অবলম্বন না করলে উদ্ধার লাভ অসম্ভব। প্রকৃত বৈষ্ণব হতে গেলে মুনিধর্ম, সন্ন্যাস জীবন বাছতেই হবে। এই ধারণা যদি একবার দৃঢ়মূল হয়ে গেঁথে যায় আমজনতার মধ্যে, তাহলে তো জগৎ সংসারে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবধারার প্রচার দুরূহ হয়ে উঠবে। সেজন্যই প্রভু নিত্যানন্দের উদ্দেশ্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সুস্পষ্ট নির্দেশ,

তুমিও থাকিলা যদি মুনিধর্ম করি।
আপন উদ্দামভাব সব পরিহরি।।
তবে মূর্খ-নীচ যত পতিত সংসার।
বোল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার।।

তাই, তাই-ই, নিত্যানন্দকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে প্রকারান্তরে বাধ্য করেছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং।

মোদির বিজেপি আমিষ ভক্ষণকারীদের পেটানো পছন্দ করেন। তাঁদের অনুপ্রবেশকারী তকমা দেন। অথচ, নিত্যানন্দ মাছ-মাংস খেতেন। এবং পেটপুরে খেতেন। আর এই নিত্যানন্দ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ‘বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব’ বিষয়ক বইতে লিখেছেন, “নিত্যানন্দ সর্ব বিষয়ে সংস্কারক ছিলেন”।

গৌর-নিতাইয়ের নিতাই জাহ্নবা দেবীকে দ্বিতীয় পত্নী রূপে বিবাহ করার সূত্রে পথ পরিষ্কার হয়েছিল পরবর্তী সমাজ বিপ্লবের। যে বিপ্লবের ভাবনা হয়তো শ্রী চৈতন্যের কল্পনাতেও ছিল না। জাহ্নবা দেবীর সূত্রেই বাংলায় বৈষ্ণবদের মধ্যে নারীশিক্ষা বিস্তারলাভ করেছিল। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর ক্ষমতায়নের বাতাস এসেছিল নিত্যানন্দজায়া জাহ্নবার সূত্রেই।

এসব যিনি জানেন না, ‘জয় নিতাই’ উচ্চারণের গৌরব তাঁকে ছোঁবে কোন আক্কেলে!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শুনানির জন্য নোটিশ পাঠানো শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন। যাঁদের তথ্যে অসঙ্গতি মিলেছে তাঁদের এবার কমিশন নির্দেশিত নথি জমা দিতে হবে। ২৬ থেকে শুরু হতে পারে শুনানি

আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পে কাজের উদ্বোধনে খাদ্যমন্ত্রী

সংবাদদাতা, মধ্যমগ্রাম: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিকল্পিত আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান-এর কাজের উদ্বোধন হল মধ্যমগ্রাম পুরসভায়। শনিবার প্রকল্পের উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ, উপপ্রধান প্রকাশ রাহা, কাউন্সিলর, পুর আধিকারিক-সহ অন্যরা। পুরসভার ২৮টি ওয়ার্ডের ১৮২টি বুথে ৫৫২টি কাজের একযোগে উদ্বোধন করা হয়। এদিন যার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। মন্ত্রী রথীন ঘোষ বলেন, এই কাজে আমরা কোনও রাজনৈতিক রং দেখিনি। আমরা দেখেছি মধ্যমগ্রাম পুরসভার সার্বিক উন্নয়ন ও নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্য। তাই সকলকে অনুরোধ করব আপনাদের চাহিদামতো কাজ আপনারা বুঝে নেবেন। কাজে যেন কোনও খামতি না থাকে সেটা দেখার জন্যও তিনি সবার কাছেন আবেদন করেন। তিনি আরও বলেন, মধ্যমগ্রাম পুরসভার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন স্কিমে আরও প্রায় ৫০ কোটি টাকা দিয়েছে। পুরসভার সার্বিক উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কাউন্সিলর, পুর ইঞ্জিনিয়ার ও আধিকারিকদেরকেও ধন্যবাদ জানান খাদ্যমন্ত্রী। তিনি মধ্যমগ্রাম পুরসভাকে একটি মডেল পুরসভা হিসেবে গড়ে তোলারও আবেদন জানান।

■ মধ্যমগ্রাম পুরসভায় আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পের কাজের উদ্বোধনে স্থানীয় বিধায়ক তথা খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ।

■ বিজেপি সরকারের অভিসন্ধিমূলক এসআইআর-সহ বাংলার মনীষী ও বাংলা ভাষাকে অবমাননা করার প্রতিবাদে রবিবার খড়দহ বিধানসভা কেন্দ্রের পাতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সরকারি আবাসনে এক প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

■ দক্ষিণ হাওড়ার বাকসাড়ায় নবনির্মিত রাস্তার উদ্বোধন করলেন বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরি। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল সভাপতি সৈকত চৌধুরি-সহ অন্যরা।

এন্টালিতে আগুন আধঘণ্টায় নিয়ন্ত্রণ

প্রতিবেদন : সকাল থেকে কুয়াশার দাপট। আর বেলা বাড়তেই ধোঁয়ায় ঢাকল মধ্য কলকাতার এন্টালি। রবিবার এন্টালির আনন্দ পালিত রোডের একটি বহুতলে অগ্নিকাণ্ডে ছড়াল ব্যাপক চাঞ্চল্য। এদিন দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ চারতলার একটি ফ্ল্যাটে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ছুটে আসে দমকলের ৫টি ইঞ্জিন ও এন্টালি থানার পুলিশ। বহুতলটি থেকে আবাসিকদের বাইরে নিয়ে আসা হয়। অত্যন্ত সরু ও ঘিঞ্জি গলি হওয়ায় প্রথমদিকে আগুন নেভানোর কাজে বেশ বেগ পেতে হয়। কিন্তু আধঘণ্টার চেষ্টাতেই আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে। কীভাবে আগুন লাগল, খতিয়ে দেখছে দমকল।

মরশুমের শীতলতম দিন কলকাতায়

প্রতিবেদন : ২১ ডিসেম্বর রবিবার মরশুমের শীতলতম দিন কাটাল শহর কলকাতা। এক ধাক্কায় ২ ডিগ্রি নামল মহানগরীর তাপমাত্রা। এদিন শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ১৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বড়দিন অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর তাপমাত্রা আরও কিছুটা নামবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস। এছাড়াও শহরে মাঝারি কুয়াশার সতর্কবার্তাও রয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় দৃশ্যমানতা ২০০ থেকে ৫০০ মিটারে নামাতে পারে। আগামী কয়েকদিন শহর কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা আরও কিছুটা নামতে পারে। তবে বড় কোনও হেরফের হবে না। অর্থাৎ শীতের আমেজ চলবে। আগামী সাতদিন এমনই থাকবে তাপমাত্রা। আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। দক্ষিণবঙ্গ-সহ পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূমে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা রয়েছে। এর আগে গত ৬ ডিসেম্বর ১৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমেছিল কলকাতার তাপমাত্রা। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

সান্তা বেশে স্কুলে গিয়ে চমক দিলেন জেলা পরিষদের মেন্টর

■ উত্তরপাড়ার বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এক স্কুলে সুবীর মুখোপাধ্যায়।

সংবাদদাতা, উত্তরপাড়া : মাঝে আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরই বড়দিন। কিন্তু তার আগেই উপহারের ডালি নিয়ে হুগলির হিন্দমোটর এলাকায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের স্কুলে পৌঁছে গেল সান্তাক্লজ। বাচ্চাদের মুখে হাসি ফোটাতে সান্তা সাজে সকলের সাথে মিশে গেলেন হুগলি জেলা পরিষদের মেন্টর সুবীর মুখোপাধ্যায়। শনিবার সকালেই চণ্ডীতলা প্রকৃতির দলকে নিয়ে মুখে সাদা দাড়ি কাঁধে উপহারের ঝোলা নিয়ে বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের স্কুলে এসে হাজির হন সান্তাবেশী সুবীরবাবু। আর বড়দিনের আগে জেলা পরিষদের মেন্টরকে সান্তা রূপে পেয়ে সাতসকালে খুশির হাওয়া কচিকাঁচাদের মধ্যে। এদিন সান্তাক্লজের সঙ্গে আসে গিটার-সহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র। সব মিলিয়ে তৈরি হয় এক অনন্য পরিবেশ। স্কুলে ঢুকে প্রথমে বাচ্চাদের হাতে কেক, চকোলেট-সহ নানা উপহার তুলে দেন সান্তারূপী সুবীর মুখোপাধ্যায়। সকাল সকাল উপহার পেয়ে খুশি সকলেই। এই নিয়ে সুবীর মুখোপাধ্যায় বলেন, এভাবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটাতে পারাটা খুবই আনন্দের। আর প্রশাসনিক কাজের চাপের মধ্যে এগুলো কিছুটা রিলিফ দেয়। এর মাধ্যমে ভাল থাকার রসদ পাওয়া যায়। স্কুলের এক আধিকারিক বলেন, সুবীরবাবু সারা বছর মানুষের জন্য কাজ করেন। আর এই স্কুলে উনি আগেও এসেছেন। আজ সান্তাবেশে এসে এই বাচ্চাগুলোর মুখে হাসি ফোটালেন, এটা সত্যিই প্রশংসনীয়।

নির্মীয়মাণ বৈদ্যুতিক চুল্লির পরিষেবা ফেব্রুয়ারিতে

নাজির হোসেন লস্কর • জয়নগর

দীর্ঘদিনের দাবি ছিল মানুষের। বাংলার মা-মাটি-মানুষের সরকারের উদ্যোগে অবশেষে সেই দাবি মিটতে চলেছে। জয়নগরের দক্ষিণ বারাসতের মহাশ্মশানে বসছে বৈদ্যুতিক চুল্লি। নতুন বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে পরিষেবা। এর ফলে শুধু জয়নগর নয়, বারুইপুর পূর্ব, কুলতলি, মগরাহাট পূর্ব বিধানসভার মানুষজন উপকৃত হবেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য আর যেতে হবে না ১৮-২০ কিমি দূরে থাকা মন্দিরবাজারের দক্ষিণ বিষ্ণুপুরের মহাশ্মশান অথবা বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা এলাকার কীর্তনখোলা মহাশ্মশানে। তাঁরা দাহকাজ সম্পন্ন করতে পারবেন এবার দক্ষিণ বারাসতের মহাশ্মশানেই। পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের তত্ত্বাবধানে এই মহাশ্মশানেই প্রায় ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে বৈদ্যুতিক চুল্লির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হতে চলেছে।

দক্ষিণ বারাসত

■ নির্মীয়মাণ বৈদ্যুতিক চুল্লির পরিদর্শনে বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস।

অতীতে এলাকাটি ছিল ঘন জঙ্গলে ভরা। তান্ত্রিক বামাচরণ ভট্টাচার্য ঘাঁটি গেড়েছিলেন এই এলাকায়। তারপর এখানেই গড়ে ওঠে শ্মশানটি। এমনটাই লোকমুখে প্রচলিত। ধীরে ধীরে বসতি বাড়তে থাকে। আশপাশ থেকে আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু হলে দক্ষিণ বারাসতের মহাশ্মশানে কাঠের আগুনে দাহকাজ সারা হয়। কিন্তু এলাকায় স্কুল থাকায় পরিবেশ দূষণের মাত্রা বাড়ছে বলে অভিযোগ উঠতে থাকে অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। সেই দাবি মেনে নির্মীয়মাণ বৈদ্যুতিক চুল্লির পরিষেবা এবার চালু হয়ে যাচ্ছে। ফলে পরিবেশ দূষণের মাত্রা কমার পাশাপাশি সময়ও বাঁচবে মানুষের। এলাকার মানুষের প্রজোনীয়তার বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হয়েছিলেন স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট বিষয়টি দেখার নির্দেশ দেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে। উদ্যোগী মন্ত্রী পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর থেকে ২ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করার পর দক্ষিণ বারাসতের মহাশ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লির নির্মাণকাজের শিলান্যাস হয় জুলাই মাসে। নির্মাণকাজের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন স্বয়ং বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। তিনি বলেন, দীর্ঘ বর্ষার দরুন নির্মাণকাজ একটু শ্লথ হয়ে গিয়েছিল। তবে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য খুলে দেওয়া সম্ভব হবে নতুন বৈদ্যুতিক চুল্লিটি।

রাজ্য
22 December 2025 • Monday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বড়দিনের আগের শেষ রবিবার ব্যান্ডেল চার্চে ভিড়

বিজেপি বিধায়ক-সাংসদ ভাইদের কোন্দলে তালা সভাপতির গাড়িতে

সংবাদদাতা, বনগাঁ: ফের প্রকাশ্যে মতুয়া-গড়ের ঠাকুরবাড়ির বিজেপি ভাইদের অন্তর্কলহ। একজন বিধায়ক, অন্যজন-সাংসদ মন্ত্রী। দুই ভাইয়ের কোন্দলে বিজেপির বনগাঁ জেলা সভাপতি বিকাশ ঘোষের গাড়িতে তালা পড়ল। অভিযোগ, বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর ও তাঁর অনুগামীরা তালা দেয় বিজেপির জেলা সভাপতির গাড়িতে। গাড়ি শিকল মুক্ত করা নিয়ে তীব্র বচসা বাধে সুব্রত ও শান্তনু ঠাকুরের।

অশান্তির মূল কারণ দীর্ঘ চারমাস ধরে গাইঘাটা মণ্ডল ১-এর সভাপতির নাম ঘোষণা না করা। রবিবার দুপুরে জেলা বিজেপি সভাপতি ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে দেখে করতে এলে, তাঁর গাড়ির চাকায় শিকল বেঁধে তালা দিয়ে দেয় একদল। কর্মীদের ক্ষোভ থেকেই এই গাড়িতে তালা দেওয়ার ঘটনা বলে দাবি সুব্রত ঠাকুরের। তারপর গাড়ির তালামুক্ত করতে যান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। তখনই দুই ভাইয়ের মধ্যে বচসা শুরু। এই বিষয়ে তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর বলেন, দুই ভাইয়ের মধ্যে চেঁচামেচি শুনেছি। জানতে পারলাম ওদের দলের সভাপতির গাড়িতে তালা মেরে রেখেছিল। এটা বিজেপির ব্যাপার, আগামী দিনে আরও হবে।

বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসার হিড়িক

প্রতিবেদন : বাংলাদেশে থাকা আর নিরাপদ মনে করছেন না সেখানে বিভিন্ন কাজে যাওয়া মানুষজন। প্রচণ্ড উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় তাঁরা মানে মানে প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরে আসতে চাইছেন। তাতেই বসিরহাট মহকুমার ঘোজাডাঙা আন্তর্জাতিক সীমান্তে দেখা গেল মানুষের লম্বা লাইন। হাতে ঝোলাঝুলি, কোলে-কাঁখে শিশু। দেশের মাটিতে পা দেওয়া অনেকেই জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে অশান্ত পরিস্থিতি, নিরাপত্তা নিয়ে অনিশ্চয়তা ও আতঙ্কের জেরে সেখানে থাকা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। ওঁরা কেউ চাকরি বা ব্যবসার কাজে, কেউ আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে উঠতেই দ্রুত দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। দীর্ঘ অপেক্ষা ও দুশ্চিন্তার পর দেশে ফিরতে পেরে তাঁদের চোখেমুখে স্বস্তি। ঘোজাডাঙা সীমান্তে বিএসএফ ও ইমিগ্রেশন দফতর বৈধ নথিপত্র খতিয়ে দেখে প্রত্যেকের নিয়ম মেনে স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও পরিচয় যাচাইয়ের পর ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে। নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি এড়াতেই এই সতর্কতা। সীমান্তে বাড়তি পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখা হয়েছিল, যাতে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়।

ফিরে আসা লোকজন জানিয়েছেন ওখানে রাস্তাঘাটে আতঙ্ক, দোকানপাট বন্ধ, কোথাও যাওয়াই ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া পরিবার থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছিল দেশে ফিরে আসার জন্য। বিশেষ করে যাঁদের সঙ্গে মহিলা ও শিশু রয়েছে, তাঁদের নিয়ে উদ্বেগও বেশি। এই অবস্থা দীর্ঘদিন চললে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব পড়তে পারে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, দেশে ফিরতে চাওয়া নাগরিকরা যাতে কোনও হয়রানির মুখে না পড়েন তা দেখা হচ্ছে।

বহুতল বিপর্যয়ে মূল অভিযুক্ত আবুধাবিতে

জারি ইয়েলো কর্নার নোটিশ

প্রতিবেদন : অবশেষে খোঁজ মিলল গার্ডেনরিচের বহুতল বিপর্যয়ে মূল অভিযুক্ত মহম্মদ শাহানওয়াজের। গতবছর গার্ডেনরিচের নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে পড়ায় অভিযুক্তদের সবাই ধরা পড়লেও পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছিলেন জমির মালিক শাহানওয়াজ। পরবর্তীতে চুপিসারে দেশ ছেড়ে গ্রেফতারি এড়াতে নাম-পরিচয় ভাঁড়িয়ে বর্তমানে আরব আমিরশাহির আবুধাবিতে আত্মগোপন করেছেন তিনি। ইতিমধ্যে ওই পলাতক অভিযুক্তকে দেশে ফেরানোর চেষ্টা শুরু করেছে লালবাজার। ইন্টারপোলের মাধ্যমে জারি করা হয়েছে 'ইয়েলো কর্নার নোটিস'।

২০২৪ সালে ১৭ মার্চ মধ্যরাতে গার্ডেনরিচে বেআইনি নির্মীয়মাণ বহুতল হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে ১৩ জন প্রাণ হারান। তদন্তে নামে কলকাতা পুলিশ ও পুরসভা। ঘটনার ৮৮ দিনের মাথায় চার্জশিট পেশ করে পুলিশ। তাতে জমির মালিক, প্রোমোটার-সহ ৬ জনের বিরুদ্ধে খুন, খুনের চেষ্টা, ষড়যন্ত্র-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। বাকি অভিযুক্তরা ধরা পড়লেও প্রথম থেকেই পলাতক ছিলেন মূল অভিযুক্ত তথা জমির মালিক মহম্মদ শাহনওয়াজ। প্রাথমিক তদন্তে 'লুক আউট' নোটিস জারি করে তল্লাশিতেও শাহনওয়াজের নাগাল পাননি তদন্তকারীরা।

অবশেষে একবছর ৯ মাস পর শাহনওয়াজের অবস্থান নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে লালবাজার। পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনার পর কিছুদিন শহর ও শহরতলির একাধিক ঠিকানায় লুকিয়েছিলেন শাহনওয়াজ। তারপর লোকসভা নির্বাচনের সময় পুলিশ-প্রশাসন যখন অন্যদিকে ব্যস্ত, সেই সুযোগে দেশ ছেড়ে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে পাড়ি দেন তিনি। কর্মসূত্রে এমনিতেই আবুধাবি ও দুবাইয়ে যাতায়াত ছিল তাঁর। এবার সেই যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে পরিচয় ভাঁড়িয়ে আবুধাবিতে কাজকর্ম শুরু করেন তিনি। কলকাতা পুলিশের তরফে এবার ইন্টারপোলের কাছে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য চেয়ে 'ইয়েলো কর্নার নোটিশ' জারি করা হয়েছে।

পথদুর্ঘটনায় জখম পাঁচ

প্রতিবেদন : রবিবার সাতসকালে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় জখম হলেন ৫ জন। এদের মধ্যে ২ জনের আঘাত গুরুতর। ঘটনাস্থল উত্তর ২৪ পরগনার ভুঁইয়া এলাকা। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বেপরোয়া গতির জেরে রাস্তার ধারের গার্ডরেলে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় একটি যাত্রীবোঝাই চারচাকার গাড়ি। জখম হন গাড়ির ৫ যাত্রী। তাঁদের মধ্যে দু'জন মহিলাও রয়েছেন। প্রাথমিক ভাবে স্থানীয়রাই এসে তাঁদের উদ্ধার করেন। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। গাড়িচালককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। দুর্ঘটনার কবলে পড়া গাড়িটি ধাক্কার জেরে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে বেপরোয়া গতির কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে।

বড়দিনের আগে নিউমার্কেটে চলছে কেনাকাটা। — সঞ্জয় বিশ্বাস

পুলিশের জালে অনুপ্রবেশকারী

সংবাদদাতা, হুগলি: পাণ্ডুয়ার তিন্না দক্ষিণপাড়া এলাকা থেকে গ্রেফতার এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। ধৃতকে এদিন চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতের নাম রিয়াদ হাসান। তিনি বাংলাদেশের বরিশালের বাসিন্দা। ধৃত জানান, বছর তিনেক আগে দালাল মারফত কলকাতাতে এসেছিলেন। কলকাতার টালিগঞ্জ এলাকায় থাকতেন। বেশ কিছুদিন হল পাণ্ডুয়ার তিন্না এলাকায় এসেছিলেন। স্থানীয়দের সন্দেহ হওয়ায় পুলিশকে খবর দেয়। শনিবার রাতে পাণ্ডুয়া থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। পুলিশ ধৃতের বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে মামলা রুজু করেছে। তাঁর কাছে ভিসা বা পাসপোর্ট কিছু ছিল না বলে জানা গেছে। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার জানান, বাংলাদেশের বাসিন্দা এখানে অবৈধ ভাবে ছিলেন। তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কী কারণে তিনি পাণ্ডুয়ায় এসেছিলেন তা দেখা হচ্ছে।

শিবপুরে 'উন্নয়নের পাঁচালি'র প্রচারে ট্যাবলোর সূচনা করলেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। রবিবার।

মধ্য হাওড়ায় উন্নয়নের পাঁচালির প্রচারে উন্নয়নের রথ শীর্ষক ট্যাবলোর সূচনা করলেন মন্ত্রী ও হাওড়া সদর তৃণমূল চেয়ারম্যান মন্ত্রী অরূপ রায়।

এসআইআর-চাপে বিএলওদের মৃত্যুর প্রতিবাদে বিলকান্দা-২ অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি/ওবিসি জেলার কার্যকরী সভাপতি গৌরাঙ্গ সাহার নেতৃত্বে বিক্ষোভ। উপস্থিত ছিলেন এসসি/ওবিসি সেলের রাজ্য সম্পাদক অর্পণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলার এসসি/ওবিসি সভাপতি সমর পাঠক, সভানেত্রী মনমোহিনী বিশ্বাস, নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের সাধারণ সম্পাদক ভোলানাথ বিশ্বাস, রাজ্য সম্পাদক সমীর দাস, ব্লক সভাপতি প্রসেনজিৎ সাহা-সহ অন্যরা।

সংবিধান রক্ষা এবং বাংলার মানুষের ভোটাধিকার রক্ষার দাবিতে শান্তিপুর (শহর) তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি/ওবিসি সেলের সভাপতি মনোজ সরকারের উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা। ছিলেন ডাঃ তাপস মণ্ডল, বৃন্দাবন প্রামাণিক-সহ অন্যরা।

সেবাশ্রয় উপকৃত ১ লক্ষ ৩৭ হাজার

প্রতিবেদন : ডায়মন্ড হারবারের সকলের সুস্বাস্থ্যের অঙ্গীকার নিয়ে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শুরু হওয়া সেবাশ্রয়-২ স্বাস্থ্যশিবিরে উপকৃত মানুষের সংখ্যা ছাড়াল ১ লক্ষ ৩০ হাজার। রবিবার পর্যন্ত সেবাশ্রয় স্বাস্থ্যশিবিরের দ্বিতীয় সংস্করণে উপকৃত মানুষের সংখ্যা ১,৩৭,৯৩৯ জন। মহেশতলা, মেটিয়াবুরুজের পর এখন উন্নত স্বাস্থ্যপরিষেবা নিয়ে সেবাশ্রয় শিবির চলছে বজবজে। এদিন বজবজের ৩৪টি স্বাস্থ্যশিবিরে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন ৯,১০৮ জন। মোট ৩,৪৯০ জনকে চিকিৎসার পর বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে। ৩,৭২৭ জনের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিনামূল্যে সম্পন্ন হয়েছে। এদিন ৩৫ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বেসরকারি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত সেবাশ্রয় কেবল একটি উদ্যোগ নয়, এটি একটি অঙ্গীকার। একটি অঙ্গীকার যে অসুখ উপেক্ষা করা হবে না, কষ্টকে অবহেলা করা হবে না, উচ্চমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা কোনও বিশেষাধিকার বা অনুগ্রহ নয়, বরং প্রতিটি নাগরিকের অধিকার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

22 December 2025 • Monday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
২২ ডিসেম্বর ২০২৫
সোমবার

গ্রিল ভেঙে মন্দিরের প্রণামী বাক্স, বিগ্রহের গয়না লুঠ করে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। মন্দিরে চুরি। ঘটনা জলপাইগুড়ির। দুষ্কৃতীদের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

উন্নয়নের ট্যাবলো

■ রবিবার মালদহের গাজোল ও ইংরেজবাজার ব্লকে একযোগে এই প্রচার ট্যাবলো অভিযানের উদ্বোধন হয় যা ঘিরে দেখা যায় উৎসবমুখর পরিবেশ। গাজোল ব্লকের গাজোল হাইস্কুল ময়দান থেকে ঢাকের বাদ্য, পতাকা নেড়ে ও উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে মোট ১৫টি প্রচার ট্যাবলো যাত্রা শুরু করে। ছিলেন গাজোল ব্লক তৃণমূল সভাপতি রাজকুমার সরকার, জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ রীতা সিংহ, জেলা পরিষদ সদস্য সাগরিকা সরকার সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

পরীক্ষার্থীর মৃত্যু

■ পুলিশ কনস্টেবলের পরীক্ষায় অংশ নিতে যাওয়ার পথে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক মহিলা পরীক্ষার্থী। নাম মাধবী সরকার। ঘুঘুডাঙার সাহাপাড়ার বাসিন্দা। সকালে স্বামী-স্ত্রী ও চার বছরের শিশু কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে বাইকে চেপে জলপাইগুড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন মাধবী। ঘটে দুর্ঘটনা। একটি দশ চাকার ট্রাক বাইকে সজোরে ধাক্কা মারে। ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ, স্বামী ও শিশু কন্যা অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেও ছিটকে গিয়ে ট্রাকের চাকার নিচে পড়ে যান মাধবী। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রস্তর মূর্তি উদ্ধার

■ দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন ব্লকের ঘাটুল গ্রামে এক প্রাচীন প্রস্তর মূর্তির সন্ধান মিলেছে। রবিবার বালুরঘাট রেঞ্জের রেঞ্জার তাপস কুণ্ডু এলাকাটি পরিদর্শন করেন। তিনি উদ্ধার হওয়ার স্থানটি ঘুরে দেখার পাশাপাশি মূর্তির বর্তমান নিরাপত্তা ও বনভূমি সংরক্ষণ নিয়ে গ্রামবাসীদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেন। সরকারি স্তরে মূর্তিটি সংরক্ষণের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশাসনের তৎপরতা এখন তুঙ্গে।

দাবি সনদ

■ চা-শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি আদায়ে লড়ে যাচ্ছে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি। রবিবার বকেয়া বোনাস-সহ একাধিক দাবিতে চার্টার্ড অফ ডিমান্ড(দাবি সনদ) দেওয়া হয় নকশালবাড়ি অটল চা-বাগানে। ছিলেন দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতি নির্জল দে, ইউনিট সভাপতি করম দাস তির্কি প্রমুখ।

বন্যপ্রাণ রক্ষায় যুবশক্তিকে কাজে লাগাচ্ছে বন দফতর

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • আলিপুরদুয়ার

■ জলদাপাড়ার জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় চলছে যুবদের বন্যপ্রাণ রক্ষার পাঠ।

লোকালয়ে ঢুকে পড়ে বন্যপ্রাণীরা। ভয় পেয়ে তাদের মেরে ফেলার মতো ঘটনা ঘটে। কখনও আবার বন্যপ্রাণীদের আক্রমণে প্রাণ যায় মানুষের। এর থেকে বাঁচার উপায় কী? কী করতে হবে? প্রাথমিক ব্যবস্থা এবং বন্যপ্রাণ রক্ষা করা এসবের ক্ষেত্রেই এবার জঙ্গললাগোয়া এলাকার যুবকদের কাজে লাগাচ্ছে বন দফতর। এই সচেতনতা কর্মসূচির মাধ্যমে বনসংলগ্ন গ্রামগুলোর যুবসমাজকে উৎসাহিত করছে জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগ কোদালবস্তিতে স্থানীয় যুবকদের নিয়ে এই বিশেষ সচেতনতা ও প্রেরণামূলক কর্মসূচির আয়োজন করে। এদিনের কর্মসূচিতে কোদালবস্তি এলাকা থেকে প্রায় ৮০ জন তরুণ-তরুণী উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে।

অনুষ্ঠানে জলদাপাড়ার বিভাগীয় বন কর্মকর্তা পারভিন কাসোয়ান বন্যপ্রাণী হত্যা পাচারের মতো অপরাধের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপস্থাপনা দেন এবং ব্যাখ্যা করেন যে, কীভাবে সংগঠিত চক্রগুলো স্থানীয় যুবকদের প্রায়শই বিভ্রান্ত করে ও এই ধরনের অবৈধ কার্যকলাপে যুক্ত করে। এর পাশাপাশি তিনি বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত আইনে, অপরাধের গুরুতর আইনি পরিণতিগুলো তুলে ধরেন। এছাড়াও তিনি জানান যে, কীভাবে জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগ গোয়েন্দা-ভিত্তিক অভিযান ও শক্তিশালী আইনি পদক্ষেপের মাধ্যমে এই ধরনের মামলায় সফলভাবে দোষীদের কারাবাস ও জরিমানা নিশ্চিত করেছে। লাগাতার চলা কর্মসূচির উদ্দেশ্য এই ধরনের অপরাধের প্রতি ভীতি সৃষ্টি করা, যুবসমাজকে অবৈধ কার্যকলাপে জড়িত হওয়া থেকে বিরত রাখা এবং বন্যপ্রাণী অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য দিয়ে বন বিভাগকে সহায়তা করতে উৎসাহিত করা। এই কর্মসূচিতে বন বিভাগের পাশাপাশি সেনাবাহিনী ও পুলিশের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের সংশ্লিষ্ট বাহিনীতে নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং কর্মজীবনের সুযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত বিষয় ব্যাখ্যা করেন। উদ্দেশ্য ছিল অংশগ্রহণকারী তরুণদের সেনাবাহিনী ও পুলিশে একটি সুশৃঙ্খল ও সম্মানজনক পেশা গ্রহণে অনুপ্রাণিত করা এবং তাদের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইতিবাচক ও নিরাপদ পথ দেখানো। বন দফতরের এই কর্মসূচিতে খুশি গ্রামবাসীরা। তাঁরা বনকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় এই ধরনের একটি অর্থপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়ার জন্য বন দফতরের প্রশংসাও করেন। জলদাপাড়া বন বিভাগের বিভাগীয় আধিকারিক পারভীন কাসোয়ান জানান, এই ধরনের কর্মসূচি স্থানীয়দের অনেক বিষয় থেকে সতর্ক করবে, পাশাপাশি যুবকদের সমাজের ও সরকারের কাজে সহায়তার মানসিকতা তৈরি করবে।

চিতাবাঘের আক্রমণে গুরুতর জখম মহিলা, ভর্তি হাসপাতালে

সংবাদদাতা, কোচবিহার : চিতাবাঘের হামলায় জখম এক মহিলা। মাথাভাঙা বাইশগুড়ি এলাকার ঘটনা। আহত মহিলার নাম সুবর্ণরানি দে। সারা মুখে আঁচড়ের দাগে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে মাথাভাঙা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরিবারের দাবি, রবিবার সকালে ছাগলকে খাবার দিতে গিয়েছিলেন। সেই সময় আচমকা একটি চিতাবাঘ আক্রমণ করে। স্থানীয় মানুষ ও পরিবারের সদস্যরা আহত ওই মহিলাকে উদ্ধার করে মাথাভাঙা

■ চিকিৎসাধীন আক্রান্ত সুবর্ণরানি দে।

মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় মাথাভাঙা পুলিশ ও বন দফতরের কর্মীরা। প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগেই জলপাইগুড়ির কলাবাড়ি চা-বাগান এলাকায় বাড়ির উঠোন থেকে মায়ের সামনে ছেলেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চিতাবাঘ। মহিলার চিৎকারে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। তখনই চিতাবাঘটি ওই বালককে রেখে চম্পট দেয়। এভাবে লোকালয়ে চিতাবাঘের হানা রুখতে ব্যবস্থা নিয়েছে বন দফতর। বাগান এলাকা ঘিরে ফেলা হচ্ছে জাল দিয়ে।

পরীক্ষার্থীকে কেন্দ্রে পৌঁছাল পুলিশ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : পুলিশের মানবিক মুখ। এক পরীক্ষার্থীকে সময়মতো পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দিল তারা। রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার করণদিঘি থানার পুলিশ কর্মীদের এই উদ্যোগে খুশি পরীক্ষার্থী জানালেন, পাশ করলে প্রথম দেখা করতে আসবেন এখানে। রবিবার সারা রাজ্য জুড়ে চলছে কলকাতা পুলিশ কর্মী নিয়োগের পরীক্ষা। সেই পরীক্ষা দিতে এসেই নিজের সেন্টার পরীক্ষাকেন্দ্র ছেড়ে অন্য সেন্টারে পৌঁছে গিয়েছিলেন কালিয়াগঞ্জের বাসিন্দা শুভ দাস নামে এক পরীক্ষার্থী। কিন্তু

তাঁর পরীক্ষাকেন্দ্রটি ছিল রহটপুর হাই মাদ্রাসা স্কুলে। পরীক্ষার্থী শুভ দাস ভুল করে পৌঁছে যান করণদিঘি হাইস্কুলে। শেষ মুহূর্তে বিষয়টি জানতে পারেন শুভ দাস, তৎক্ষণাৎ তিনি পরীক্ষাকেন্দ্রে থাকা পুলিশ কর্মীদের বিষয়টি জানান। করণদিঘি থানার পুলিশ করণদিঘি হাই স্কুল থেকে শুভ দাসকে পুলিশের গাড়িতে করে রহটপুর হাই মাদ্রাসায় পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেয়। পুলিশের এই মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সকলে।

রাস্তার শিলান্যাস

■ পথশ্রী প্রকল্পে রাজ্যজুড়ে তৈরি হচ্ছে একের পর এক রাস্তা। হচ্ছে সংস্কারকাজও। রবিবার একাধিক উন্নয়নমূলক রাস্তার কাজের শিলান্যাস হয় মালদহে। সূচনা করেন মালদহ জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আব্দুর রহমান, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কামাল হোসেন সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিকরা। অন্যদিকে শ্রীপুর-২ অঞ্চলে শামসুল হক, মাসিদুর রহমান, নাইমুদ্দিন প্রমুখ।

দুর্ঘটনায় মৃত ২

■ ঘন কুয়াশার কারণে একের পর এক দুর্ঘটনা আলিপুরদুয়ারে। ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে দু'জনের ও আহত হয়েছে চারজন। এদের মধ্যে দু'জনের আঘাত গুরুতর। প্রথম ঘটনাটি শনিবার গভীর রাতে প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে ফালাকাটা-মাদারিহাট রাজ্য সড়কের হলং বাজারের কাছে। দ্বিতীয়টি রবিবার সকালের। ওই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনজন। আর একটি দুর্ঘটনাটি ঘটে অসম-বাংলা সীমানাবর্তী বারোবিশার কাছে তেলিপাড়ায়। সেখানে ভুটানের একটি বাস পূর্ব-পশ্চিম মহাসড়কে ধাক্কা মারে পুন্ডিবাড়ি থানা এলাকার পঙ্কজ ওরাওঁকে।

আমার বাংলা
22 December, 2025 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাইক আসতে পারে তবে ভোট মিলবে না : তৃণমূল

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বিহার থেকে ট্রেনে বিজেপি নেতা সুনীল গুপ্তের নামে বর্ধমানে ৫৫টি মোটরবাইক আসার ঘটনায় রাজ্য রাজনীতি উত্তাল। ভোটের মুখে অপরাধ সংগঠিত করতেই ভিনরাজ্য থেকে মোটরবাইক আনছে বিজেপি, অভিযোগে তৃণমূল বিক্ষোভ দেখিয়েছে। এ নিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র তথা রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের বক্তব্য, ঘটনাটি শুনেছি। বিহারে ভোট হয়ে গিয়েছে। এবার বাংলায় এক বিজেপি নেতার নামে ৫৫টা বাইক! একবারেই একটা-দুটো নয়, ৫৫টা! এই বাইকগুলো কে আনলেন, কেন আনলেন, কিছু অনুমান করা যেতে পারে। এগুলো দিয়ে বিজেপি কী কী শুরু করতে চলেছে, সেগুলো বাংলার মানুষ বিচার করবেন। একজন বিজেপি নেতার কাছে ৫৫টা বাইক। সেগুলো সেই এলাকায়, চারপাশের এলাকায় কী করতে আনছেন, কীভাবে সেগুলো ব্যবহার হবে, সেগুলো নিয়ে মানুষের কৌতূহল আছে, খানিকটা অনুমানও আছে। বলা হচ্ছে পার্টিকর্মীদের জন্য

রেলের পার্সেল অফিসের সামনে তৃণমূল কর্মীদের বিক্ষোভ।

আনা হয়েছে। কিন্তু একেবারে একজনেরই ৫৫টা বাইক! বাংলায় নানা ধরনের বাইকবাহিনী, এই বাহিনী, ওই বাহিনী ইত্যাদি দিয়ে ছেলেপুলেদের লোভ দেখানো চেষ্টা চলছে। এটা একটা ছোট টুকরো। একটার কথা জানা গিয়েছে। আরও কত পরে ধরা পড়বে। তবে মোদ্দা কথা হল, বাইক আসতে পারে, কিন্তু ভোট পাওয়া যাবে না।

বর্ধমান দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়ক খোকন দাসের অভিযোগ, আজ মোটরসাইকেল এল, কাল গুন্ডা আসবে, পরশু আসবে বন্দুক। বিহারের ভোট মিটতেই এবার বাংলায় সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করতে এই মোটরবাইক আমদানি। বর্ধমান শহর তৃণমূল সভাপতি তন্ময় সিংহরায় রেজিস্টার মেনটেন না করে কীভাবে রেলে এইভাবে বুকিং করে এত মোটরবাইক একসঙ্গে এল, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।

বিড়ালকে খাবার দেওয়া নিয়ে বচসায় খুন বাড়ির মালিককে

সংবাদদাতা, বর্ধমান : পোষা বিড়ালদের খাবার দেওয়াকে কেন্দ্র করে বাড়ির মালিক ও ভাড়াটের মধ্যে বচসার জেরে বাড়ির মালিককে ভাড়াটিয়া ধাক্কা মারে। তাতেই মৃত্যু হল বাড়ির মালিকের। নাম সন্দীপ দত্ত (৫২)। বাড়ি বর্ধমান শহরের বিজয়পল্লি কালনা রোডে। মৃতের পরিবারের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করে ভাড়াটে সোমনাথ রায়কে গ্রেফতার করেছে বর্ধমান থানার পুলিশ। রবিবার ধৃতকে পুলিশের পক্ষ থেকে বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়। মৃতের পরিবার অভিযোগ, গতকাল রাতে সন্দীপ বাড়িতে পোষা বিড়ালদের খাবার দিতে গেলে খাবার দেওয়াকে কেন্দ্র করে ভাড়াটে সোমনাথের সঙ্গে বচসা বাধে সন্দীপের। অভিযোগ, বচসাকালীন হঠাৎ করেই সোমনাথ রায় ধাক্কা মারেন সন্দীপ দত্তকে। আচমকা ধাক্কার ফলে নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে জখম হন সন্দীপ দত্ত। জ্ঞান হারান। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে বর্ধমান হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ধৃত সোমনাথ রায়।

বড়সড় সাফল্য

ডাকাতির চেষ্টা রুখে হিরো বাংলার পুলিশ

প্রতিবেদন : রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে তৎপর বাংলার পুলিশ। ভিনরাজ্য থেকে আসা দুষ্কৃতীদের ডাকাতির ছক ভেস্তে দিয়ে বড় সাফল্য রাজ্য পুলিশের। বড়সড় ডাকাতির ছক বানচাল করে খড়গপুরে ৭

ভিনরাজ্যের সাত দুষ্কৃতী গ্রেফতার

দুষ্কৃতীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। রবিবার ভোররাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে খড়গপুরের অকড়া-বসন্তপুর এলাকা থেকে ভিনরাজ্যের দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। সঙ্গে একটি স্করপিও গাড়ি ও একটি লরি

বাজেয়াপ্ত হয়েছে। একইসঙ্গে ডাকাতির জন্য ব্যবহৃত আরও কিছু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে গাঁজাও উদ্ধার হয়েছে বলে সূত্রের খবর। পুলিশের অনুমান, লরিটি ব্যবহার করে ডাকাতির ছক ছিল। এবং ডাকাতির পর দুষ্কৃতীরা পালানোর জন্য স্করপিও গাড়িটি মজুত রেখেছিল।

ভিনরাজ্য থেকে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলায় দুষ্কর্মের অপচেষ্টা সাম্প্রতিক সময়ে একাধিকবার দেখা গিয়েছে। বিভিন্ন জেলায় ডাকাতির সঙ্গে ভিনরাজ্যের দুষ্কৃতীদের যোগ পাওয়া গিয়েছে। দু'বছর আগে খড়গপুর শহরে হাড়হিম করা ডাকাতির ঘটনার পর থেকে অতিরিক্ত সতর্ক রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। কারণ, একাধিক জেলায় ডাকাতির পর দুষ্কৃতীরা ভিনরাজ্যে পালাতে খড়গপুরকেই ট্রানজিট রুট হিসাবে ব্যবহার করেছে। ফলে সাম্প্রতিক সময়ে পুলিশি তৎপরতা যথেষ্ট বেশি।

শীতার্তকে কম্বল জেলা পুলিশের

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি পুলিশ নানান ধরনের সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডেও অংশ নেয়। শীত পড়তে শুরু করেছে। তাই ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের শিরিষবনি গ্রামে রবিবার জেলা পুলিশ শীতার্ত দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াল। গ্রামের প্রায় ১০০ জনের হাতে কম্বল তুলে দিল। এই মানবিক কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের ডিএসপি (ডিইবি) দিব্যেন্দু সাহা, সাঁকরাইল থানার অফিসার-ইন-চার্জ নীলমাধব দোলই ও অন্য আধিকারিক ও কর্মীরা। শীতের তীব্রতা বাড়ছে। তাতে গরিব

মানুষের কষ্ট লাঘব করতেই জেলা পুলিশের এই উদ্যোগ বলে জানান পুলিশকর্তারা। এছাড়াও এদিন জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নারী ও শিশুসুরক্ষা, আইন মেনে চলার গুরুত্ব-সহ সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হয়। পুলিশ আধিকারিকরা উপস্থিত মানুষজনকে সচেতন হয়ে সামাজিক কুসংস্কার ও অপরাধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। কম্বল পেয়ে খুশি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন উপকৃত মানুষজন। স্থানীয়রাও পুলিশের এই মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা ও এসআইআরের মাধ্যমে বাংলার প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্তের প্রতিবাদে আসানসোলের ডোমরা মাঠে এক প্রতিবাদসভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক, তৃণমূল নেতা সমীর চক্রবর্তী প্রমুখ।

অস্ত্র-সহ ধৃত দুষ্কৃতী

প্রতিবেদন : আট বছর আগে খড়্গপুর টাউন উত্তাল হয়েছিল কুখ্যাত মাফিয়া ডন শ্রীনু নায়ডু হত্যাকোণ্ড। সেই ঘটনায় ধরা পড়ার পর জামিনে ছাড়া পেয়েও বেআইনি কার্যকলাপ চালাচ্ছিল দীপঙ্কর শুক্লা নামে কুখ্যাত দুষ্কৃতী। সেই দীপঙ্কর গোপনে আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল। তার কাছ থেকে একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। রবিবার বিকালে সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন খড়গপুরের এসডিপিও ধীরাজ ঠাকুর। সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন খড়্গপুর টাউন থানার আইসি পার্থসারথি পাল ও অন্য আধিকারিকরা। দীপঙ্করকে এসিজেএম আদালতে পেশ করলে বিচারক আটদিনের পুলিশ হেফাজত দেন।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে চালের বস্তা নিয়ে চম্পট দাঁতালের

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রামে ফের হাতির উপদ্রব। গভীর রাতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের লোহার দরজায় প্রবল শব্দে নাড়াচাড়া শুরু হতেই ঘুম ভাঙে আশপাশের বাসিন্দাদের। তবে ভয়ে কেউই বাইরে বেরোতে সাহস পাননি। তাঁরা দেখতে পান, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের লোহার দরজা বাঁকিয়ে দিয়েছে হাতির দল। ভিতরে ঘুমিয়ে থাকা এক দম্পতির রাত কাটে চরম আতঙ্কে। হঠাৎ মাটির দেওয়াল ভাঙার বিকট শব্দে তাঁরা বুঝতে পারেন, হাতির দল বাড়িতে হানা দিয়েছে। বাইরে না বেরিয়ে ঘরের এক কোণে আশ্রয় নেন তাঁরা। সেই সময় শুঁড় দিয়ে টেনে নিয়ে যায় বাড়িতে রাখা দুটি চালের বস্তা। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এটি ঝাড়গ্রাম রেঞ্জের বাঁদরভুলা বিটের হদহদি

এভাবেই দেওয়াল ভেঙে নিয়ে গেছে চালের বস্তা।

গ্রাম এবং মানিকপাড়া রেঞ্জের রামরামা বিটের ভাগাবাঁধ গ্রামের ঘটনা। ধাতকিডাঙার জঙ্গল থেকে দলছুট দুটি দাঁতাল গ্রামে ঢুকে পড়ে। প্রথমে হদহদি গ্রামের ননীগোপাল মাহাতোর মাটির বাড়ির দেওয়ালের অংশ ভেঙে ফেলে তারা। এরপর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে হামলা চালায়। সেখান থেকে ভাগাবাঁধ গ্রামে গিয়ে আরও একটি মাটির বাড়ি ভাঙচুর করে। ঝাড়গ্রাম বন আধিকারিক জানান, হাতিরা প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় খাদ্যের ঘাটতির কারণে মাঝে মধ্যেই খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। তবে পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে বন দফতরের এলিফ্যান্ট ট্র্যাকার্স টিম। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

22 December, 2025 • Monday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২২ ডিসেম্বর ২০২৫
সোমবার

রবিবার উল্লাস সাংস্কৃতিক অঙ্গনের উদ্যোগে 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা' শীর্ষক সঙ্গীতানুষ্ঠানে প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পী নচিকেতা ঘোষ, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সলিল চৌধুরি, ভূপেন হাজারিকাকে শ্রদ্ধা জানান বর্ধমানের নবীন-প্রবীণ শিল্পীরা

কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা ও এসআইআরের প্রতিবাদে রবিবার নন্দীগ্রামের সভায় বক্তব্য পেশ করেন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। ছিলেন জেলা সভাধিপতি উত্তম বারিক, জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজিত রায় ও চেয়ারম্যান অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যরা। বাঁদিকে, সভায় উপচে পড়া জনস্রোত।

চিকিৎসাধীন জখম যুবকের মৃত্যু দুর্ঘটনায় না খুন, তদন্ত পুলিশের

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : টামনা থানার শিমুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা আলাউদ্দিন আনসারির (৩৮) রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়। শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরোন তিনি। রবিবার ভোররাতে শিমুলিয়ায় উইল কক্স রোডের ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে টামনা থানার পুলিশ। পুলিশের তরফে খবর দেওয়া হয় পরিবারকে। আহত অবস্থায় প্রথমে তাঁকে পুরুলিয়া দেবেন মাহাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসার জন্য রাঁচি নিয়ে যাওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধারের সময় মৃতের পাশেই তাঁর বাইকটি পড়ে ছিল। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এটি একটি পথদুর্ঘটনা। তবে মৃতের পরিবারের সদস্যরা দুর্ঘটনা বলে মানতে নারাজ। তাঁদের দাবি, জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই আলাউদ্দিনকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। তাঁরা পুলিশের কাছে খুনের অভিযোগ জানানোয় দুর্ঘটনা না খুন তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে টামনা থানার পুলিশ।

দুর্ঘটনায় যাত্রীদলের বাস আহত ৯, আশঙ্কাজনক ১

সংবাদদাতা, শালবনি : কুয়াশার জেরে রবিবার শালবনি থানার গোদাপিয়াশালে ঘটল পথদুর্ঘটনা। জঙ্গলে রাস্তা পারাপার করার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের গাছে ধাক্কা মারল যাত্রীবাহী বাস। ফলে আহত হন ৯ জন, যার মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহতদের উদ্ধার করে পাঠানো হয় মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসের মধ্যে যাত্রাদলের কলাকুশলীরা ছিলেন। তাঁরা দুর্গাপুর থেকে নয়াগ্রামে একটি যাত্রা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসছিলেন। সেই সময় খবর পেয়েই হাসপাতালে আহতদের দেখতে যান বিধায়ক সুজয় হাজরা।

সমস্যা মিটল ১০-১২টি গ্রামের, প্রায় ৭৪ লক্ষে শুরু কংক্রিটের নয়া সেতু নির্মাণ

সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা : বাম আমলে চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের ভগবন্তপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের খুড়শি এলাকায় কানা নদীর উপর তৈরি হয়েছিল তিনটি পিলার দিয়ে কংক্রিটের সেতু। বছর পাঁচেক আগে একটি মালবাহী ট্রাক পেরোতে গিয়ে ভেঙে যায় সেতুটি। তারপর থেকে জল কমলে সেতুর পাশে নদীর উপর অস্থায়ী মোরাম রাস্তা তৈরি করে যাতায়াত চলত। আবার বর্ষার মরশুমে সেই অস্থায়ী রাস্তাও ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত খুড়শি, কোল্লা, ঘোষকিরা, ধর্মপোতা-সহ আশপাশের গ্রাম। এই নদী পেরিয়েই স্কুল-কলেজ, জরুরি পরিষেবার জন্য অন্যত্র যাতায়াত করতে হয় এলাকার পড়ুয়া থেকে বাসিন্দাদের। এলাকার বাসিন্দারা বলছেন, গ্রামের কোনও প্রসূতি মহিলাকে হাসপাতালে পাঠাতে হলে চরম

সেতু নির্মাণের কাজ দেখছেন বিডিও।

সমস্যায় পড়তে হত। কোনও অ্যাম্বুল্যান্সই ভাঙা সেতু পেরিয়ে গ্রামে ঢুকতে পারত না। নদীর এক প্রান্তে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকত অপর প্রান্ত দিয়ে পায়ে হেঁটে ঝুঁকি নিয়ে ভাঙা সেতু পেরিয়ে তবেই দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি অবধি পৌঁছাতে হত। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল নতুন সেতুনির্মাণের। অবশেষে ৭৩ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকায় ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট রুরাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির অধীনে তৈরি হচ্ছে নতুন কংক্রিট সেতু। কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে নির্মাণকাজ পরিদর্শন করে এসেছেন বিডিও উৎপল পাইক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আলোক ঘোষ-সহ স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসন আধিকারিকরা। চন্দ্রকোনা ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আলোক ঘোষ জানান, সেতু নির্মাণের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সেতুটি তৈরি হয়ে গেলে এলাকার ১০ থেকে ১২টি গ্রামের মানুষের দুর্ভোগ কমবে। ফলে আর ঝুঁকির যাতায়াত নয়, এবার যাতায়াতের ভোগান্তি কাটবে ১০-১২টি গ্রামের মানুষের।

মৃত শ্রমিকের পরিবারকে ১০ লক্ষ ও চাকরি পাশে প্রশাসন

ক্ষতিপূরণের চেক দিচ্ছেন বিধায়ক।

সংবাদদাতা, বড়জোড়া : বড়জোড়া ব্লকের সাহাড়জোড়া গ্রামের বাসিন্দা বিজয় ধীবর আশুড়িয়ার কালীমাতা ফ্যাক্টরিতে কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর মৃত শ্রমিকের পরিবারের পাশে দাঁড়াল কারখানা কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসন। শনিবার কারখানা মালিকের পক্ষ থেকে সকলের সহযোগিতায় মৃত বিজয় ধীবরের পিতা দেবদাস ধীবরের হাতে আর্থিক ক্ষতিপূরণ হিসেবে ১০ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি, পরিবারের একজন সদস্যকে কারখানায় চাকরির ব্যবস্থাও করা হয়েছে বলে জানানো হয়। এই চেক প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বড়জোড়ার বিধায়ক অলক মুখোপাধ্যায়, বড়জোড়া থানার আইসি দেবাশিস পান্ডে, বড়জোড়া বিডিও অফিসের প্রশাসনিক আধিকারিক ও কারখানা কর্তৃপক্ষ। চেক তুলে দিয়ে বিধায়ক জানান, ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় বিজয় ধীবরের মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক। তাঁর পরিবারের পাশে দাঁড়ানো আমাদের সকলের দায়িত্ব। কারখানা কর্তৃপক্ষ ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও একটি চাকরি দিয়েছেন। প্রশাসন ও আমরা সবাই পরিবারের পাশে আছি। এই মানবিক উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারাও প্রশাসন ও কারখানা কর্তৃপক্ষের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

তৃণমূল কোর কমিটির বৈঠকে জোর দেওয়া হল এসআইআরে

সংবাদদাতা, বীরভূম : রবিবার সিউড়িতে তৃণমূলের কোর কমিটির বৈঠক হল। বৈঠকে বীরভূম জেলা তৃণমূল কোর কমিটির সকলেই ছিলেন। দীর্ঘক্ষণ বৈঠক শেষে কোর কমিটির অন্যতম সদস্য ও সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি বলেন, বৈঠকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। সবথেকে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে এসআইআর নিয়ে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এসআইআর করে যেভাবে মানুষকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে চেয়েছিল সেই পরিকল্পনায় জল ঢেলে দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। এসআইআরের ঘোষণার দিনই মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, প্রত্যেক মানুষকে ধরে ধরে ফর্ম ফিলাপ করাতে হবে। কেউ যেন বাদ না যান। সেই মর্মে তৃণমূলের সৈনিকেরা সাধারণ মানুষকে বিজেপির ষড়যন্ত্রের শিকার হতে দেয়নি। এদিনের বৈঠকে এসআইআর কার্যক্রম নিয়ে কোর কমিটির সদস্যরা একমত হন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে বীরভূমের ১১টি আসনে তৃণমূল প্রার্থীদের জয়ী করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ৯৭টি জনমুখী প্রকল্পের ইস্তেহার বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পাড়ায় পাড়ায় উন্নয়নের পাঁচালির প্রচার শুরু হয়েছে।

বীরভূম কোর কমিটির বৈঠকে অনুব্রত মণ্ডল, বিকাশ রায়চৌধুরি, শতাব্দী রায়, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজল শেখ প্রমুখ।

'উন্নয়ন পাঁচালি' : মিছিল সভায় বাংলার ১৫ বছর

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : শহরজুড়ে মানুষদের চোখে পড়ছে উন্নয়নের ছাপ। রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল ১৫ বছরের উন্নয়নযাত্রা সাধারণ মানুষের সামনে আনার লক্ষ্যে ঝাড়গ্রামে হল বিশেষ মিছিল ও পথসভা। রবিবার ঝাড়গ্রাম পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে 'উন্নয়ন পাঁচালি' প্রচারের অংশ হিসেবে এই মিছিল ও পথসভা হয়। ছিলেন ঝাড়গ্রাম পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারপার্সন কবিতা ঘোষ, শহর তৃণমূল সভাপতি নবু গোয়ালা, ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গৌতম মাহাত, কাউন্সিলর সুকুমার শিট ও লক্ষ্মী সরেন, জেলা যুব তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল পাত্র-সহ নেতা-কর্মীরা। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুরসভা পর্যন্ত পৌঁছায়। পথসভায় বক্তারা রাজ্যের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি, সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি সাধারণ মানুষকে বিস্তারিতভাবে জানান। তাঁরা জানান, ১৫ বছরের এই উন্নয়নযাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপই মানুষের কল্যাণকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত। আগামী দিনে বাংলার উন্নয়নযাত্রাকে আরও এগিয়ে নেওয়া হবে। সাধারণ মানুষকে স্বচ্ছ ও সমৃদ্ধ ব্যবস্থার আওতায় আনার জন্য বিভিন্ন নতুন উদ্যোগ নেওয়া হবে। সাধারণ মানুষও সাড়া দিয়ে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে আস্থা প্রকাশ এবং নেতাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

১০
২২ ডিসেম্বর ২০২৫
সোমবার

আমার বাংলা

22 December, 2025 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তিন গ্রাম পঞ্চায়েতে ২ কোটি ৭০ লক্ষে পাকা রাস্তা নির্মাণের সূচনায় বিধায়ক

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ব্লকের প্রত্যন্ত তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত ভরা লায়েকবাঁধ ও উলিয়ারা। এই তিন গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে উলিয়ারা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যাসাগর গ্রাম, লায়েকবাঁধ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘাটারমারা গ্রাম এবং ভরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভরা গ্রামে স্বাধীনতার পর থেকেই রাস্তাগুলি ছিল কাঁচা। এগুলি এলাকার মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। শনিবার এই তিনটি রাস্তার শিলান্যাস করেন বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তন্ময় ঘোষ। ভরা গ্রামে মানুষমারা থেকে তেলিপাড়া পর্যন্ত রাস্তাটির শিলান্যাস অনুষ্ঠান ছাড়াও বিষ্ণুপুর বিধানসভা কেন্দ্রের শেষ প্রান্তে লায়েকবাঁধ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঘাটারমারা থেকে জাঙ্গিপাড়া পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার রাস্তা পাকার শিলান্যাস হয়। জঙ্গল অধ্যুষিত ওই এলাকায় একাধিক গ্রামের মানুষ ওই রাস্তা দিয়ে স্থানীয় লোখেশোল এবং লায়েকবাঁধে যাতায়াত করেন। রাস্তাটি কাঁচা থেকে এবার পাকা হচ্ছে পথশ্রী প্রকল্পে। এদিন এই রাস্তাটি নির্মাণকাজের শিলান্যাস হয়। এই তিন রাস্তা দিয়ে এলাকার কৃষিপ্রধান মানুষ তাঁদের উৎপাদিত দ্রব্য আনা-নেওয়া করা, কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই যাতায়াত করেন। এলাকার মানুষজন বহুবার বহু প্রশাসনিক দফতরের দ্বারস্থ হয়েও পাকা রাস্তা হয়নি এতদিন। অবশেষে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় পথশ্রী প্রকল্পের মধ্য দিয়ে এই তিনটি রাস্তার জন্য সরকার ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। ফলে খুশি এলাকার মানুষ। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে কোথাও নারকেল ফাটিয়ে, কোথাও পুজোপাঠ করে রাস্তার কাজের সূচনা হয়। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে গ্রামগুলি উৎসবের চেহারা নেয়।

বিষ্ণুপুর

পথশ্রী প্রকল্পে বিষ্ণুপুরে তিনটি গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণের সূচনা করলেন বিধায়ক তন্ময় ঘোষ। রবিবার।

মুখ্যমন্ত্রী সবংকে দিয়েছেন ৩৫৫ কিমি রাস্তা, এবার পিংলাতেও শুরু হল : মন্ত্রী

সবংয়ে রাস্তার সূচনায় মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। ডানদিকে, পিংলায় অজিত মাইতি।

সংবাদদাতা, পিংলা : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবংয়ে ৩৫৫ কিলোমিটার রাস্তা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপহার দিয়েছেন। রবিবার সবং ব্লকের ৬টি পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা তৈরির কাজের উদ্বোধন করে বলেন সেচমন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া। তিনি বলেন, এর মধ্যে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাও রয়েছে। এদিন সবং ব্লকের আদাসিমলা, বেলকুয়া, ধনাপতা, বসন্তপুর, বেনেদিঘি, বুড়াল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাস্তার কাজের সূচনা করেন। মন্ত্রী ছাড়াও ছিলেন সবংয়ের বিডিও মানিককুমার সিনহা মহাপাত্র, প্রাক্তন বিধায়ক গীতারানি ভুঁইয়া-সহ অন্যরা। এদিন পিংলা বিধানসভা এলাকাতেও কয়েকটি রাস্তার কাজের সূচনা করেন পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি। সবং এবং পিংলা বিধানসভায় আরও বেশ কিছু নতুন রাস্তার কাজ দ্রুত শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে।

এবার নাগরিক পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ মেটাতে তমলুক পুরসভায় চালু হচ্ছে হ্যালো চেয়ারম্যান

প্রতিবেদন : কলকাতা, শিলিগুড়ির পর এবার নাগরিক পরিষেবা নিয়ে অভিযোগের সুরাহা করতে তমলুক পুরসভাতেও চালু হতে চলেছে 'হ্যালো চেয়ারম্যান'। পানীয় জল, নিকাশি, রাস্তা, জঞ্জাল অপসারণ, আলো কিংবা বেআইনি নির্মাণ, এই ধরনের সমস্যার সমাধান আরও দ্রুত ও কার্যকরী করতে এবার থেকে পুর এলাকার বাসিন্দারা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন পুরসভায়। এর জন্য রয়েছে হেল্পলাইন নম্বর ৮৫৯৫১৩৩১৩৩। ফোনে বা হোয়াটসঅ্যাপে নাগরিকরা তাঁদের অভিযোগ জানাতে পারবেন এই নম্বরে। পুরসভার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান চঞ্চল খাঁড়ার কথায়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় কলকাতা পুরসভায় 'টক টু মেয়র' কর্মসূচি শুরু হয় ২০১৯-এ। সেখান থেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছি। আমাদের পুরসভাতেও নাগরিকদের ছোট-বড় সব ধরনের সমস্যার দ্রুত সমাধানে চালু হচ্ছে 'হ্যালো চেয়ারম্যান'। নাগরিক পরিষেবাদানে পুরসভার দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ। পুরবাসীরা যেসব সমস্যার মধ্যে পড়েন, তার দ্রুত নিষ্পত্তিই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। নাগরিকদের সমস্যা সমাধানে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রসঙ্গত, তমলুক পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডের নাগরিকদের কথা মাথায় রেখে ৩৬৫ দিন ২৪ ঘণ্টার এই পরিষেবা চালু থাকবে। প্রতি ১৫ দিনে একবার সরাসরি পুরসভার ফেসবুক পেজ থেকে লাইভ প্রোগ্রামের আয়োজন করা হবে। যেখানে চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর, পুলিশ ও প্রশাসন কর্তারা থেকে নাগরিকদের অভিযোগ শুনবেন এবং দ্রুত সেগুলির সমাধানে ব্যবস্থা নেবেন। কাল, মঙ্গলবার বিকেল ৪টায় পুরসভার দোতলায় মহেন্দ্র স্মৃতি সদনে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। থাকবেন সরকারি আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তারা। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, ওই দিন থেকেই শুরু হবে আমাদের 'হ্যালো চেয়ারম্যান'-এর আনুষ্ঠানিক পথ চলা। পুর পরিষেবা যেন সত্যিকারের জনসেবায় রূপান্তরিত হয়, সেটাই আমাদের লক্ষ্য।

প্রশিক্ষণ শিবিরে চাষিদের সরঞ্জাম তুলে দিলেন মন্ত্রী

প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রদীপ মজুমদার।

সংবাদদাতা, কাঁকসা : রবিবার কাঁকসা ব্লকের বীজ খামারে কৃষকদের প্রশিক্ষণ শিবির হল। ছিলেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার-সহ ব্লকের কৃষিকর্তারা-সহ জেলা পরিষদের সমীর বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি জয়জিৎ মণ্ডল ও কর্মাধ্যক্ষ নবকুমার সামন্ত ও ব্লকের কৃষকেরা। উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে চাষ করে অধিক মুনাফা মিলবে সেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

সাহায্যে আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পেলেন পেনশন

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সহায়তায় অবশেষে পারিবারিক পেনশন পেলেন গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের চোরচিতা গ্রামের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবক স্নেহাংশু দে। স্নেহাংশুর বাবা পঙ্কজকুমার দে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। ২০০৪ সালে অবসর গ্রহণের পর নিয়মিত পেনশন পেতেন। বার্ধক্যজনিত কারণে প্রায় ২ বছর আগে তাঁর মৃত্যু হয়। আগেই মৃত্যু হয় স্নেহাংশুর মায়ের। ফলে বাবা-মা দু'জনকেই হারিয়ে স্নেহাংশু নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। ৭ বছর আগের একটি বাইক দুর্ঘটনায় তিনি প্রায় ৯০ শতাংশ শারীরিক প্রতিবন্ধী। বাবাই ছিলেন একমাত্র ভরসা। বাবার মৃত্যুর পর পারিবারিক পেনশন পাওয়ার আইনগত অধিকার থাকলেও শারীরিক অসুবিধায় বিভিন্ন দফতরে গিয়ে আবেদন করা সম্ভব হয়নি। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের একাধিক সাফল্যের কথা জেনে স্নেহাংশু যোগাযোগ করেন তাঁদের এলাকার 'অধিকার মিত্র' রীতা দাস দত্তের সঙ্গে। রীতা নিজে স্নেহাংশুর বাড়ি গিয়ে সমস্যার কথা শুনে প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন। এরপর তাঁর মাধ্যমে ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিবের কাছে লিখিত আবেদন জমা দিলে স্নেহাংশুর সেই আবেদনের ভিত্তিতে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার নির্দেশ দেন জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব। সেইমতো অধিকার মিত্র রীতা দাস দত্ত বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করে নথিপত্র জমা দেন। বৃহস্পতিবার আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কাছে খবর আসে, স্নেহাংশুর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ২৩ মাসের এরিয়ার পেনশন বাবদ মোট ২ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭০১ টাকা জমা হয়েছে। তিনি প্রতি মাসে ১২ হাজার ৮৪৩ টাকা করে নিয়মিত পেনশন পাবেন। শুক্রবার জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব তথা বিচারক রিহা ত্রিবেদীর নির্দেশে অধিকার মিত্র রীতা দাস দত্ত ব্যাঙ্ক পাসবুক আপডেট করে স্নেহাংশুর বাড়ি গিয়ে এই সুখবর জানান। আপ্লুত স্নেহাংশু বলেন, এই পেনশন যে কোনওদিন পাব, ভাবিনি। বাড়িতে বসেই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই পরিষেবা পেলাম।

স্নেহাংশুর হাতে পেনশনের কাগজ তুলে দিচ্ছেন অধিকার মিত্র রীতা দাস দত্ত।

অব্যবহৃত, ফেলে দেওয়া জিনিসও প্রাণ পায় অর্পিতার হাতে

অনির্বাণ কর্মকার • দুর্গাপুর

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পড়ুয়া হলেও তিনি আদতেই একজন শিল্পী। তাঁর হাতের ছোঁয়ায় অব্যবহৃত ফেলে দেওয়া জিনিসও যেন প্রাণ পায়। তাঁর তুলির ছোঁয়ায় গাছ-পাতা, ফল-ফুলের ওপরেও ফুটে ওঠে নানা ছবি, দেবদেবীর মূর্তি। ফেলে দেওয়া তালের আঁটির উপর তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন কবিগুরু-সহ বহু মনীষীর মুখমণ্ডল। তিনি শিল্পী অর্পিতা সমাদ্দার। যাঁর হাতে তৈরি তালের আঁটির উপর রবি ঠাকুরের মুখমণ্ডল সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। কাশফুলের উপরেও দুর্গাপ্রতিমার রূপ দিয়ে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছেন। অর্পিতা দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট আইটিআই কলেজের পড়ুয়া। বাবা অসীম সমাদ্দার পেশায় ইলেকট্রিশিয়ান। মা অঞ্জলি সমাদ্দার গৃহবধূ। অর্পিতা ছোটবেলা থেকেই আঁকাআঁকি পছন্দ করতেন। পাশাপাশি শৈল্পিক গুণাবলিও ছিল তাঁর মধ্যে। তাই তাঁর বাবা-মা তাঁকে ছোটবেলায় আঁকার স্কুলে ভর্তি করে দেন। কিন্তু অর্পিতার সেই স্কুলের প্রশিক্ষণে মন বসেনি। নিজেই বাড়িতে আঁকাআঁকি শুরু করেন। নিজের শৈল্পিক গুণকে কাজে লাগিয়ে চিত্রকলা-সহ মাটির তৈরি নানা শিল্পকলা শুরু করেন। এখন প্রায় ৪০ জন অর্পিতার কাছেই আঁকা শিখছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছত্তিশগড়ের এক যুবককে বাংলাদেশি সন্দেহে পিটিয়ে মারা হল কেরলে। রামনারায়ণ বাঘেল (৩১) নামে ওই যুবক কাজের সন্ধানে গিয়েছিলেন কেরলের আট্টাপাল্লামে। সেখানেই পিটিয়ে মারা হয় তাঁকে

দিল্লি দরবার

শীর্ষ আদালতের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও নির্বাচনী বন্ডে অব্যাহত অনুদান

৮২ শতাংশ অর্থই বিজেপির পকেটে

নয়াদিল্লি: শীর্ষ আদালতের আদেশ অমান্য করে নির্বাচনী বন্ডে টাকা তুলছে বিজেপি। তথ্য বলছে, এই খাতে আদায় করা মোট অর্থের ৮২ শতাংশই গিয়েছে বিজেপির পকেটে। সুপ্রিম নির্দেশে ২০২৪-এ বন্ধ হয়েছে নির্বাচনী বন্ড। দেশের শীর্ষ আদালত নির্বাচনী বন্ডকে অসাংবিধানিক বলে জানিয়ে দিয়েছে। এরপরেও নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে চাঁদা নেওয়ার কোনও খামতি নেই। এমনকী সুপ্রিম নির্দেশের পরে ২০০ শতাংশ নির্বাচনী বন্ডে বেড়েছে অনুদান। সরকারি তথ্য অনুযায়ী যার শীর্ষে রয়েছে বিজেপি। মোট অর্থের ৮২ শতাংশ গিয়েছে বিজেপির পকেটে। ২৪-২৫ অর্থবর্ষে রাজনৈতিক দলগুলো মোট অনুদান পেয়েছে ৩৮১১ কোটি টাকা। মোট অর্থের ৮২ শতাংশ গেছে বিজেপির পকেটে। এর মধ্যে কংগ্রেস ৮ শতাংশ এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলো ধারেকাছে নেই। এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট, বিজেপির সততা শুধুই লোক দেখানো। ন্যায়নীতি কোনও কিছুই মানে না। এরাই সবথেকে বেশি তঞ্চকতা করে। যে বেসরকারি সংস্থা নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে অনুদান দিয়েছে তাদের ইডি, সিবিআই দিয়ে ভয় দেখাচ্ছে। রাতের অন্ধকারে রেড করাচ্ছে। এই ভয়ে বিজেপিকে অনুদান দিতে বাধ্য হচ্ছে এইসব সংস্থা। এছাড়াও বিরোধী দলগুলি

যাতে এইসব সংস্থা থেকে কোনও সাহায্য না পায় তার জন্যও হুঁশিয়ারি দিচ্ছে বিজেপি। সরকারি তথ্যেই স্পষ্ট হয়ে গেছে কোন রাজনৈতিক দল ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে কত টাকা তুলেছে। কারণ ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের কাছে ১৯টি নিবন্ধিত ইলেক্টোরাল ট্রাস্টের হিসেব আছে। এর মধ্যে ১৩টির অনুদান সংক্রান্ত বিবরণের মধ্যে ৯টি ট্রাস্টের অনুদান সংক্রান্ত রিপোর্ট বলছে, তাদের প্রাপ্ত অনুদান ৩৮১১ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ সালে যেটা ছিল ১২১৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই ট্রাস্টের মাধ্যমে অনুদান বেড়েছে প্রায় ২০০ শতাংশ। মোট ৩৮১১ কোটি টাকা অনুদানের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ৩১১২ কোটি টাকা। অন্যদিকে কংগ্রেস পেয়েছে ২০০ কোটি, এবং বাকি দলগুলি মিলিতভাবে পেয়েছে ৪০০ কোটি। বিজেপিকে সবচেয়ে বেশি অনুদান আদায় করে দিয়েছে প্রুডেন্ট ইলেক্টোরাল ট্রাস্ট। এর মধ্যে একাধিক নামকরা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি আছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে এই ট্রাস্ট পেয়েছে ২৬৬৮ কোটি টাকা। যার মধ্যে ২১৮০.০৭ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে বিজেপিকে। উল্লেখ্য, ২০২৩-২৪ সালে বিজেপি মোট ৩,৯৬৭.১৪ কোটি টাকা অনুদান বাবদ পেয়েছিল, যার মধ্যে ১,৬৮৫.৬২ কোটি টাকা অর্থাৎ ৪৩ শতাংশ এসেছিল নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে। এরপরেও সততা এবং মূল্যবোধের রাজনীতির কথা বিজেপির নেতারা মুখে আনেন কোন লজ্জায়?

অবাক কাণ্ড! ৩ দিনেই অনুমোদন পেয়ে গেল বিতর্কিত রামজি বিল

নয়াদিল্লি: অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিলই দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকে অনুমোদনের অপেক্ষায়। এবার কিন্তু ম্যাজিকের মতো কাজ হল। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে অসম্মান জানিয়ে তাঁর নাম মুছে দিয়ে গায়ের জোরে সংসদে অগণতান্ত্রিক 'ভি বি জি রামজি' নামক গ্রামীণ রোজগার বিল পাশ করিয়ে নিয়েছে মোদি সরকার। এর তিনদিনের মধ্যেই রবিবার এই বিলে অনুমোদন দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এর পরেই নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে মোদি সরকারের অভিপ্রায় এবং দেশের গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে। তারা আদৌ নতুন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কোনও রোজগার পাবেন কি না, সেই প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। বাংলার শ্রমিকদের যাতে এই দুর্দশায় না পড়তে হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য আগেই উদ্যোগী হয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বাংলায় চালু থাকা কর্মশ্রী প্রকল্পটিকে আরও মজবুত করার অঙ্গীকারের পাশাপাশি গোটা প্রকল্পের নামকরণ করে দিয়েছেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর নামে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দিয়েছে কর্মশ্রী প্রকল্পটি পরিচিত হবে মহাত্মাশ্রী নামে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ বাংলার খেটে খাওয়া মানুষের রোজগার করবে রাজ্য সরকার, তাদের কেন্দ্রীয় প্রকল্পের, ভরসায় থাকতে হবে না, সাফ জানানো হয়েছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে।

মোদি সরকার জি রামজি বিল তড়িঘড়ি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে তীব্রভাবে সমালোচনা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার উপ দলনেতা সাগরিকা ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, বাজেটে এই বিলে বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়াই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের লক্ষ্য। জনবিরোধী আইন। এই বিল বাংলাবিরোধী, গরিববিরোধী গণতন্ত্র বিরোধী। এই বিলে মহাত্মা গান্ধীর নাম মুছে ফেলে তাঁকে অপমান করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের শুরু থেকেই এই বিলকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর দাবি জানায়। কিন্তু সরকার না মেনে সংসদকে ধ্বংস করছে।

প্রতিবন্ধী কিশোরের চোখে লঙ্কাগুঁড়ো ঢেলে অত্যাচার

বেঙ্গালুরু: ভয়াবহ দৃশ্য! যন্ত্রণায় স্কুলের মেঝেতে শুয়ে কাতরাচ্ছে ও সাহায্য চাইছে বিশেষভাবে সক্ষম এক নাবালক। তার মধ্যেই এক ব্যক্তি তাকে প্লাস্টিকের পাইপ, বেল্ট দিয়ে মারধর করছেন, এমনই একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয়েছে। রীতিমতো শিউরে ওঠার মতো এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই তদন্তে নামে পুলিশ। জানা যায়, ঘটনাটি কর্নাটকের বিশেষ

কর্নাটক

চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য তৈরি একটি আবাসিক স্কুলের। ১৬ বছরের এক পড়ুয়ার উপর এমনই অত্যাচার করার অভিযোগ উঠেছে সেই স্কুলের এক শিক্ষক ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে।

ভাইরাল ফুটেজে দেখা যাচ্ছে কিশোরকে বারবার বেল্ট এবং প্লাস্টিকের পাইপ দিয়ে পেটানো হচ্ছে। যন্ত্রণায় মাটিতে পড়ে গেলেও তার পা চেপে ধরে তাকে নির্যাতন করা হচ্ছে। সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে থাকলেও কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি। ওই আবাসিক স্কুলে পড়ুয়াদের উপর অত্যাচারের ঘটনা নতুন নয় সেই কথাও পুলিশ নিশ্চিত করেছে। সূত্রের খবর, স্কুলেরই এক কর্মী এই নির্মম ব্যবহার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ভিডিও করে সেটা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দেন।

কেন্দ্রীয় বাজেট কি এবার তাহলে রবিবার?

নয়াদিল্লি: মোদি সরকারের আমলে সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন, মর্জিমতো সংসদের অধিবেশন দিন ছেঁটে ফেলা কিংবা গায়ের জোরে মধ্যরাতে বিল পাশ কোনওকিছুই নতুন নয়। এবার এইসব প্রথাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ২০২৬ অর্থবর্ষে রবিবার বাজেট পেশ করতে চলেছে মোদি সরকার? এনিয়ে সমালোচনায় মুখর তৃণমূল কংগ্রেস। কারণ ১ ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশের দিন পড়েছে রবিবার। তাহলে এবার বেনজির সিদ্ধান্তের পথে হাঁটবে কেন্দ্র? মোদি সরকারের এহেন মনোভাব নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার উপ দলনেতা সাগরিকা ঘোষ। তিনি বললেন, মোদি সরকার জমানায় কোনও কিছুই আশ্চর্য হওয়ার নেই। বিজেপি যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। গায়ের জোরে রবিবারও বাজেট পেশ করতে পারে। কেন্দ্রের এই সরকারের কাছে কিছুই যায়-আসে না। তীব্র কটাক্ষ তৃণমূল সাংসদের।

সাধারণত রবিবারে সংসদ অধিবেশন হয় না। কিন্তু যেভাবে মোদি বাজেট পেশ সংক্রান্ত রীতি বজায় রাখতে মরিয়া তাতে সংসদে রবিবারই বাজেট পেশ করতে পারে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। কিন্তু

শুধুই রীতির দোহাই দিয়ে সরকারি ছুটির দিন বিজেপির বাজেট পেশের প্রথা নিতান্তই কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয় বলে মনে করেন তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভা সাংসদ মালা রায়। তাঁর প্রশ্ন, রবিবার সরকারি ছুটি। এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হবে ২ ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশ করলে? এরকম আগে কখনও হয়নি। গোটা বিষয়টি লোকসভার স্পিকারকে বিবেচনা করার দাবি জানান তৃণমূল সাংসদ মালা রায়।

তুষারপাত: মনে হল স্বর্গ নেমে এল এখানে

শ্রীনগর: সত্যিই যেন স্বর্গ নেমে এল এখানে। হাড় কাঁপানো শীত আর অবিরাম তুষারপাতে শনিবার রাত থেকে বরফের চাদরে ঢাকল ভূস্বর্গ

কাশ্মীর

কাশ্মীর। রবিবার সকালেও একই ছবির পুনরাবৃত্তি দেখে খুশি স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে পর্যটকরা। টানা দু'মাসের অপেক্ষার অবসানে শুষ্ক আবহাওয়া, জলসংকট, ব্যবসায়িক মন্দার খরা কাটিয়ে খুশি ভূস্বর্গের বাসিন্দারা।

দেশজুড়ে শীতের আমেজে এবার গুরেজ, ওয়ারওয়ান উপত্যকা এবং দক্ষিণ ও উত্তর কাশ্মীরের উঁচু এলাকা থেকে মরশুমের প্রথম তুষারপাতের খবর মিলেছে। দ্রাস ও কার্গিল জেলার একাংশেও নতুন তুষারপাত রেকর্ড হয়েছে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, রবিবার থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের অপেক্ষাকৃত উঁচু এলাকাগুলিতে মাঝারি থেকে ভারী তুষারপাতের সম্ভাবনা আরও বাড়বে। সঙ্গে বৃষ্টিও হতে পারে। আগামী ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই আবহাওয়া বজায় থাকবে। ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে কাশ্মীরের তুষারপাতের বিভিন্ন ছবি ঘোরাফেরা করছে। বরফের চাদরে ঢেকেছে সিন্থান টপ, রাজদান পাস, সাধনা টপ, সোনমার্গ এলাকা। চওড়া হাসি পর্যটকদের মুখে। বড়দিনের আগে এর থেকে খুশির খবর আর কী হতে পারে!

শীত আর দূষণের যুগলবন্দি
রাজধানীতে ব্যাহত বিমান চলাচল

নয়াদিল্লি : ধোঁয়াশার কারণে রবিবার সকালে রাজধানীতে বাতিল করা হয়েছে ১২৯টি বিমান। সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ দিল্লির একিউআই ছিল ৩৯৬। এদিন সকাল থেকেই ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্লেন ওঠা-নামায় যথেষ্ট দেরি হচ্ছে। একদিকে কনকনে ঠান্ডা, অন্যদিকে মারাত্মক দূষণের জেরে তৈরি হওয়া ধোঁয়াশায় দৃশ্যমানতা কার্যত শূন্যে নেমে এসেছে। দুর্ভোগে যাত্রীরা।

বেসরকারি প্রতিরক্ষা সংস্থার কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন সেনা অফিসার দীপক কুমার শর্মা। দীপকের দিল্লির বাড়ি থেকে সব মিলিয়ে ২.২৩ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছে

উসকানিমূলক কিছুই বলেননি নিহত যুবক: র‍্যাব

দীপু খুনের বিচার চাইল ভারত

নয়াদিল্লি : বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় দীপুচন্দ্র দাসের হত্যাকারীদের বিচারের দাবি জানাল ভারত। স্থানীয় একটি কারখানার শ্রমিক ২৭ বছরের ওই যুবককে বৃহস্পতিবার রাতে পিটিয়ে খুন করে একদল উত্তেজিত জনতা। এবার সেই হত্যাকাণ্ডেরই বিচার চাইল ভারত। বাংলাদেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি নিয়ে এই প্রথম বিবৃতিও দিল নয়াদিল্লি। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল রবিবার বলেছেন, বাংলাদেশের পরিস্থিতির দিকে নিবিড়ভাবে নজর রেখেছে ভারত। সে-দেশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে

ময়মনসিংহ কাণ্ড

আমাদের আধিকারিকরা যোগাযোগ রাখছেন। সংখ্যালঘুদের উপর হামলা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। তাঁদের জানানো হয়েছে তা। দীপুর নৃশংস হত্যাকাণ্ড বিচারের আওতায় আনতে হবে। ভারত সেই আবেদন জানিয়েছে। এই সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে রণধীর জানিয়েছেন, বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের একাংশের মধ্যে আমরা ভুয়ো প্রচার দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আসল ঘটনা হল, শনিবার নয়াদিল্লির বাংলাদেশি দূতাবাসের সামনে ২০-২৫ জন যুবক ময়মনসিংহে দীপুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানান। স্লোগানও দেন। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার দাবি তোলেন তাঁরা। বাংলাদেশ দূতাবাসে জোর করে ঢুকতে চেষ্টা করার কোনও ঘটনা ঘটেনি আদৌ। পুলিশ কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখান থেকে সরিয়ে দেয় বিক্ষোভকারীদের। প্রকাশ্যেই রয়েছে এই

ফুটেজ। এরই পাশাপাশি বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন, যে কোনও বিদেশি প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হবে।

এ বিষয়ে তৃণমূল স্পষ্ট জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক বিষয়গুলিতে, যেখানে অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক, সেখানে আমাদের দলের পরিষ্কার অবস্থান রয়েছে। আমরা সেই ঘটনার নিন্দা করতে পারি, কিন্তু মন্তব্য নয়। কারণ সেটা আলাদা দেশ। নীতিগত ও রীতিগতভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে থাকছে রাজ্য সরকার।

তদন্ত বলছে

বাংলাদেশের র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন বা র‍্যাব ময়মনসিংহের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তদন্তে নেমে স্পষ্ট জানিয়েছে, উসকানিমূলক কিছুই বলেননি নিহত দীপুচন্দ্র দাস। প্রত্যক্ষদর্শী এবং স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে এব্যাপারে নিশ্চিত র‍্যাবের আধিকারিকরা। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, স্থানীয় গেঞ্জি কারখানার শ্রমিক দীপুচন্দ্র দাসকে উসকানিমূলক কথা বলতে কেউই নিজের কানে কিছু শোনেননি বলে তদন্তকারীদের জানিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, অন্যের মুখে বিষয়টা শুনেছিলেন। নিহত দীপু ফেসবুকেও আপত্তিকর কিছু লিখেছিলেন বলে জানা যায়নি। ময়মনসিংহ র‍্যাব-১৪ কোম্পানির কমান্ডার মহঃ সামসুজ্জামানকে উদ্ধৃত করে বাংলাদেশের ডেলি স্টার জানিয়েছে একথা। কিন্তু কী হয়েছিল আসল ঘটনাটা? প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ইনকিলাব মঞ্চের নেতা ওসমান হাদির মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ময়মনসিংহেও দেখা দেয় উত্তেজনা। ওই পরিস্থিতির মধ্যেই নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে গেঞ্জি কারখানার কর্মী দীপুকে জোর করে বের করে দেওয়া হয় কারখানার বাইরে। মুহূর্তের মধ্যে তাঁকে ঘিরে ধরে একদল উন্মত্ত মানুষ। শুরু হয় এলোপাথাড়ি মার। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দীপুর। তাঁর দেহ জ্বালিয়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। এই নৃশংস খুনের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে অত্যাধুনিক পোশাক পরা এক তরুণীকে টোটো থামিয়ে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়েও পড়েছে ভিডিও।

বন্ধ ভিসা অফিস

এদিকে চট্টগ্রাম ভিসা অফিসের কাজ স্থগিত রাখল ভারত। বিদেশ মন্ত্রক রবিবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, নিরাপত্তাজনিত কারণে চট্টগ্রামের ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রের সব কার্যক্রম পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে একথা।

জোহানেসবার্গে হামলা বন্দুকবাজের গুলিতে নিহত ১০, জখম ১৫

জোহানেসবার্গ : সিডনির বন্ডি সমুদ্র সৈকতে ইহুদিদের উৎসবে গণহত্যার রক্ত এখনও তাজা। নিউইয়র্ক, সিডনির পর এবার দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে বন্দুকবাজের হামলা। বেকারসডাল এলাকায় একটি পানশালার সামনে চলল এলোপাথাড়ি

গুলি, মৃত অন্তত ১০। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও অন্তত ১৫ জন। রবিবার ভোররাতে এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জোহানেসবার্গে চলতি মাসে দ্বিতীয় গণহত্যার ঘটনা এটি। রবিবারের ঘটনার সাক্ষী বেকারসডালের একটি সোনার খনি এলাকায়। শহর থেকে ৪০ কিমি দূরে। ঠিক কী কারণে ওই হামলা চালানো হল তা এখনও স্পষ্ট নয়। লক্ষণীয়, গত ৬ ডিসেম্বর প্রিটোরিয়ার কাছে এমনই এক নৃশংস গণহত্যা ঘটেছিল। বন্দুকবাজদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ৩ বছরের এক শিশুসহ অন্তত ১৫ জন।

ইহুদিদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিন সিডনির বন্ডি বিচে হামলার ঘটনার কয়েকদিন যেতে না যেতেই এবার টার্গেট দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ। গাউতেং প্রদেশের পুলিশের মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার ব্রেন্ডা মুরিডিলি অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকধারীর গুলি চালানোর ফলেই যে দশজনের মৃত্যু হয়েছে তা নিশ্চিত করেছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহতদের মধ্যে একটি অনলাইন কার সার্ভিসের একজন চালকও রয়েছেন যিনি ঘটনার সময় বারের বাইরে ছিলেন।

কয়লাবোঝাই গাড়িতে ধসে পড়ল দেওয়াল, হত ২ শ্রমিক

ঝাড়খণ্ড: ঝাড়খণ্ডে আবারও শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনা। শনিবার হাজারিবাগে প্রায় রাত ১১টা নাগাদ সেন্ট্রাল কোল্ডফিল্ড লিমিটেডের কমান্ড এলাকায় একটি খোলা মুখ খনির উঁচু দেওয়াল কয়লাবোঝাই গাড়ির ওপর ধসে পড়ে। দুই শ্রমিক প্রাথমিকভাবে আটকে পড়েন। রবিবার পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয় আটকে পড়া ওই দুই শ্রমিক মারা গিয়েছেন। কয়েক মাস আগে ঝাড়খণ্ডের রামগড় জেলায় পরিত্যক্ত কয়লাখনিতে ধস নেমে ৪ জন শ্রমিক মারা যান।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ জেলার উরিমারি থানা এলাকার সেন্ট্রাল কোল্ডফিল্ড লিমিটেডের কমান্ড এলাকায় শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটে। মৃত ওই দুই শ্রমিকের নাম সুনীল যাদব (৩০) এবং রাজু পাসোয়ান (৫০)।

সাংবাদিক ও সংবাদপত্র অফিসে হামলার প্রতিবাদ

মানববন্ধন বাংলাদেশের রাজপথে

ঢাকা : সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের উপরে হামলার ঘটনায় দোষীদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতারের দাবিতে ইউনুস প্রশাসনকে চরমপত্র দিলেন সাংবাদিকরা। রবিবার মানববন্ধন করে বাংলাদেশ জুড়ে আন্দোলনেও নামলেন তাঁরা। হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নও। বাংলাদেশের গণতন্ত্রের পক্ষে এ এক ভয়ঙ্কর মুহূর্ত। সেদেশের দুই সংবাদপত্র 'দ্য ডেলি স্টার' এবং 'প্রথম আলো'র উপর হামলার ঘটনায় এমনই প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে এমনই প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অ্যাম্বাসাডার মাইকেল মিলারের। তাঁর মন্তব্য, এই ঘটনা সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার উপরে

আক্রমণ। আক্রমণ বাক-স্বাধীনতার উপরে। এদিকে সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের উপরে হামলার প্রতিবাদে রবিবার বাংলাদেশ জুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলনে নামেন সাংবাদিকরা। চরমপত্রও দেন সরকারের উদ্দেশ্যে। মাইকেল মিলার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, বাংলাদেশ যখন নির্বাচনের দিকে এগিয়ে চলেছে তখন বাকস্বাধীনতার উপরে এই ধরনের হামলা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমি আশা করছি, ভবিষ্যতে আর এমন ঘটনা দেখতে হবে না আমাকে। এটা সত্যিই বাংলাদেশের গণতন্ত্রের পক্ষে একটা বিপজ্জনক মুহূর্ত। রবিবার 'প্রথম আলো' দফতরে উপস্থিত হয়ে সংবাদপত্র এবং কর্মিদের প্রতি সংহতি জানান মাইকেল মিলার। এদিকে দুই সংবাদপত্র দফতরে নজিরবিহীন হামলার ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বাংলাদেশের সাংবাদিকরা। হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে রবিবার বাংলাদেশ জুড়ে প্রতিবাদ মিছিল করেন এবং বিক্ষোভ দেখান সাংবাদিকরা। গাজিপুরে কয়েকশো সাংবাদিক মানববন্ধন করে সংবাদপত্র অফিসে হামলা এবং সাংবাদিক নুরুল কবিরের উপরে নির্যাতনের প্রতিবাদ জানান। উদ্যোক্তা গাজিপুর প্রেস ক্লাব। ২৪ ঘণ্টা সময় দিয়ে প্রশাসনকে চরমপত্র দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। সাংবাদিকদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, হামলাকারীদের বিরুদ্ধে এখনই কড়া ব্যবস্থা না নেওয়া হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন তাঁরা।

অপদার্থ রেলমন্ত্রক

(প্রথম পাতার পর)

ভাড়া প্রতি কিমি আধ পয়সা বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্লিপার এবং প্রথম শ্রেণির অসংরক্ষিত টিকিটের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম ছিল। নন এসি সংরক্ষিত টিকিটের ক্ষেত্রেও প্রতি কিমি পিছু দু'পয়সা ভাড়া বাড়িয়েছে রেল। যেহেতু রেলের উপরে নির্ভরশীল দেশের একটা বড়সংখ্যক মানুষ। এই ভাড়াবৃদ্ধি তাদের উপর প্রভাব ফেলবে বলে ধারণা বিশেষজ্ঞদের। যাত্রী সাধারণও রেলের এই ভাড়াবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ভাল চোখে দেখছে না। সবার আগে যাত্রী সুরক্ষা ও যাত্রী পরিষেবার উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল রেলের। সম্প্রতি বারবার রেল দুর্ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। তারপরও রেলের এই ভ্রুক্ষেপহীনতায় প্রশ্ন উঠছে।

ইনডোরে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

রাজ্যের খসড়া তালিকা প্রকাশের পর যেসমস্ত অসঙ্গতি দেখা গিয়েছে, তা নিয়ে স্পষ্ট বার্তা দেবেন তিনি। সার্বিকভাবে আরও দলকে আরও সতর্ক করে দিতেই এই বৈঠক। বৈঠক থেকে দলনেত্রী কর্মীদের আগামীর রোডম্যাপ তৈরি করে দেবেন। নেত্রী আগেই স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা ধরে চেক করুন। যাঁদের নাম বাদ গেল কী কারণে বাদ গিয়েছে সেটা ভাল করে বুঝে নিন। তাঁদের যা সহযোগিতা দরকার করুন। এবার যাতে হিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা না হয়, সেটাও খেয়াল রাখতে হবে বলে দিকনির্দেশিকা দেবেন মখ্যমন্ত্রী।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

২০ এবং ২১ ডিসেম্বর গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের শিবানন্দ হলে বনানী পত্রিকার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ‘আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মিলন’

খোলা হাওয়া

বিশেষ সাহিত্য অনুষ্ঠান

» কবি বিনয় মজুমদারের ৯২তম জন্মবর্ষ উপলক্ষে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ চাঁপাবেড়িয়া জগৎমাতা কালীমন্দির প্রাঙ্গণে বাল্মিকী পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত হয় বিশেষ সাহিত্য অনুষ্ঠান। উদ্বোধন করেন কবি নিরঞ্জন রায় ও কবি বিভাস রায়চৌধুরী। বিনয় মজুমদার স্মারক বক্তৃতা দেন প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. মোস্তাক আহমেদ। ‘ফিরে এসো, চাকা’ পুরস্কার পেলেন কবি পিনাকী বসু। উপস্থিত ছিলেন কবি কমল দে সিকদার, কবি দিব্যগোপাল ঘটক, ডাঃ আশিসকান্তি হীরা, লেখক তাপস সাহা প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন স্বপন কুমার বালা। ‘সাহিত্যের অশ্বমেধের ঘোড়া’ ও ‘গগনে গরজে মেঘ’ নামক দুটি পত্রিকার উদ্বোধন হয়। প্রায় শতাধিক কবি ও সাহিত্যিক এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সম্পাদক লালমোহন বিশ্বাস।

হাওড়া দ্বীপাঞ্চল কবিতা উৎসব

» ২১ ডিসেম্বর, হাওড়া জেলার ভাটোরায় ‘দুমুঠো পাগল ধান’ পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত হয় হাওড়া দ্বীপাঞ্চল কবিতা উৎসব। উপস্থিত ছিলেন দিলীপ বসু, সাতকর্ণী ঘোষ, বাপি ঠাকুর চক্রবর্তী প্রমুখ। প্রকাশিত হয় ‘দুমুঠো পাগল ধান’ পত্রিকার বার্ষিক উৎসব সংখ্যা এবং বিপ্লব ঘোষের কাব্যগ্রন্থ ‘পুতুল পুতুল সম্পর্ক’। সম্মাননা প্রদান করা হয় রেণুপদ ঘোষ, গুণধর পাত্র, সবিতা চক্রবর্তী, জুলি লাহিড়ী, সৌরভ ঘোষ, হরিপদ মাহাতো, দিলীপকুমার অধিকারী, শ্যামল বেরা, সুস্নাত জানা, মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন সেন, উজ্জ্বল মাজী, রূপক গঙ্গোপাধ্যায়কে। ছোট পত্রিকা সম্মাননা প্রদান করা হয় পূষণ সাহিত্য পত্রিকাকে। পরিবেশিত হয় আবৃত্তি, কবিতাপাঠ, গান। কবিতা উৎসবের পাশাপাশি আয়োজিত হয় রক্তদান শিবির। সঞ্চালনায় ছিলেন বুদ্ধদেব মণ্ডল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সম্পাদক নির্মল কর।

ছড়া উৎসব

» ২০ ডিসেম্বর, কলকাতার অবনীন্দ্র সভাঘরে এনআরবি ওয়ার্ল্ড ফ্রেন্ডশিপ ফোরামের উদ্যোগে কবি সুকুমার রায় স্মরণে আয়োজিত হয় ছড়া উৎসব। আলোচনা করেন সৈয়দ হাসমত জালাল। ছড়াপাঠ করেন সুনীল করণ, সমর পাল, অশোককুমার মুখোপাধ্যায়, উৎপলকুমার ধারা, দীপ্ত দাশগুপ্ত, বসন্ত পরামানিক, রিয়াদ হায়দার, শিশির পাইক প্রমুখ। একক আবৃত্তি পরিবেশন করেন দীপেন সেনগুপ্ত, প্রদীপকুমার ভট্টাচার্য প্রমুখ। এছাড়াও পরিবেশিত হয় সমবেত আবৃত্তি। ছোটদের অনুষ্ঠান বিশেষভাবে মন ছুঁয়ে যায়। ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ওমর আলি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাহানারা খাতুন।

কবিতার কোলাজ

» সম্প্রতি উত্তম মঞ্চে আয়োজিত হয় ‘রুমাল, ধুলো, কবিতাগুলো’ শীর্ষক রাজার কবিতার এক অন্যরকম অনুষ্ঠান। কবিতার সঙ্গে সুরের ঢেউ তোলে তথাগত মিশ্রের এসরাজ এবং সাগ্নিক সমাদ্দারের পিয়ানো। বিশেষ একটি ভূমিকায় ছিলেন দেবলীনা দোয়েল ভট্টাচার্য। এছাড়াও ছিলেন জয়াশিস ঘোষ, সুজয়প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সায়ম বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ দরবার প্রমুখ। নতুন এবং চিরকালীন কিছু কবিতার কোলাজ নিয়ে শহরে অন্যরকম এক সন্ধ্যার আয়োজন মনে থাকবে দর্শক শ্রোতাদের।

আন্তর্জাতিক টিও পিও উৎসব

» বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবার গঙ্গাবক্ষে আন্তর্জাতিক টিও পিও উৎসবের আয়োজন করা হয়। দশম বার্ষিক এই উৎসবে যোগ দেন পৃথিবীর কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিরা। উদ্বোধন করেন ডায়মন্ড হারবারের মহকুমা শাসক শুভ্রজিৎ গুপ্ত। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নেপালের কবি ইন্দ্র বাহাদুর চৌধুরী, কবি মাধবপ্রসাদ খিমিরে, দুবাই থেকে ড. সপ্তদীপা অধিকারী, ইতালি থেকে বিপুলবিহারী হালদার, ডায়মন্ড হারবারের বিধায়ক পান্নালাল হালদার, ডাঃ ইয়ারনবি গায়েন, ডাঃ হিমাদ্রি পাল, সাহিত্যিক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, কবি মেহবুব আলম প্রমুখ। কুসুমের ফেরা সাহিত্য পত্রিকা ও ডায়মন্ড হারবার প্রেস ক্লাব এই উৎসবের আয়োজক। প্রায় দেড়শো শিল্পী-কবি উপস্থিত অংশগ্রহণ করেন। ভেসেল ঘাটে হাজার হাজার মানুষ যাতায়াতের পথে উপভোগ করেন অনুষ্ঠান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন উৎসব কমিটির সম্পাদক কবি সাকিল আহমেদ।

নবান্ন কবিতা উৎসব

» ২১ ডিসেম্বর, দুর্গাপুর সৃজনী বিপিনচন্দ্র পাল প্রেক্ষাগৃহে সাহিত্য আলপনা পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত হয় নবান্ন কবিতা উৎসব। উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক নলিনী বেরা, কবি বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। অংশগ্রহণ করেন রাজ্যের বিভিন্ন জেলার কবিরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সম্পাদক রাজীব ঘাঁটী।

সাহিত্য উৎসব

» ১৭ ডিসেম্বর, কলকাতার বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভায় মৃদঙ্গ পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত হয় সাহিত্য উৎসব। প্রকাশিত হয় পত্রিকার নারীর সৃজনে পুরুষ সংখ্যা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি কমল দে সিকদার। বক্তব্য রাখেন কবি পার্থসারথি গায়েন, কবি সত্যপ্রিয় মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। কবিতাপাঠে অংশ নেন নৃপেন চক্রবর্তী, অমলেন্দু বিশ্বাস, দেবাশিস প্রধান, কেতকীপ্রসাদ রায়, তাপস সাহা, কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবরঞ্জন দে, তরুণ রায়, নিবিড় সাহা, সাকিল আহমেদ প্রমুখ। পরিবেশিত হয় গান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রমেশ কর্মকার পিকু ও ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্রিজা।

২৫ বছর উদযাপন

» নৃত্যলোকের ২৫ বছর উদযাপন অনুষ্ঠান দু’দিন ধরে অনুষ্ঠিত হল। ১৬ ডিসেম্বর গিরিশ মঞ্চে এবং ১৭ ডিসেম্বর কামারহাটি নজরুল মঞ্চে। প্রথমদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পরিবেশিত হয় নৃত্যলোকের শিক্ষার্থীদের ভরতনাট্যম। সুতর্পণ প্রধানের একক অভিনয় সুকুমার রায়ের ‘যতীনের জুতো’ দর্শকদের নজর কাড়ে। এরপর মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘বিসর্জন’। নির্দেশনায় সুতপা আওন প্রধান। আবহ সঙ্গীতে ছিলেন কল্যাণ সেন বরাট। আলো ও মঞ্চ করেছেন ধনপতি মণ্ডল, অনির্বাণ সরকার এবং ড. তরুণ প্রধান। অভিনয়ে সুষমা মণ্ডল, প্রতাপ কুমার মণ্ডল, মেঘা শাসমল, সাগর সরদার, শর্মিলা দে, সুমন মজুমদার, অস্মিতা দে, সুচন্দ্রা সাহা, পারমিতা দত্ত, শ্রাবন্তী ঘোষ, স্নেহা দত্ত, শঙ্খদীপ চক্রবর্তী, অনুষ্কা মাজিল্যা, অঞ্জন মাহাতা, প্রিয়ংশী ভট্টাচার্য, প্রণয় নস্কর, আমিস্মিতা ঘোষ, তারাশঙ্কর খাড়া, রিমঝিম ভট্টাচার্য, সম্পদ রায়, রোহন পাত্র, সুফল রায়, শক্তিপদ মাইতি প্রমুখ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৌরী বসু, তাপস সামন্ত, দেবাশিস মজুমদার, শঙ্কর নারায়ণ স্বামী। দ্বিতীয়দিন সন্ধ্যায় পরিবেশিত হয় ভরত নাট্যম। এছাড়াও পরিবেশিত হয় অভিভাবকদের জারি নৃত্য। ছিল ষড়ভুজ-এর রণপা। মঞ্চস্থ হয় শিশুদের নৃত্যনাট্য ‘পঞ্চতন্ত্রের গল্প’ ও ‘শিশু ভোলানাথ’ এবং নৃত্যলোকের ‘তাসের দেশ’। ভাবনা, পরিকল্পনা পরিচালনায় ছিলেন সুতপা আওন প্রধান।

ক্লাবের সঙ্গে ঝামেলা মিটিয়ে সালাহর চোখ এবার আফ্রিকান কাপ অফ নেশনসে

জন্মদিনে আইডলের রেকর্ড ছুঁলেন এমবাপে

অভিনন্দন রোনাল্ডোরও

মাদ্রিদ, ২১ ডিসেম্বর : ২৭তম জন্মদিনেই আদর্শ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর রেকর্ডে ভাগ বসালেন কিলিয়ান এমবাপে। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে এক ক্যালেন্ডার ইয়ারে সবথেকে বেশি গোলের (৫৯টি) রেকর্ড এখন যৌথভাবে রোনাল্ডো ও এমবাপের দখলে। ২০১৩ সালে রিয়ালের জার্সিতে এই নজির গড়েছিলেন রোনাল্ডো। ১২ বছর পর সেই নজির ছুঁয়ে ফেললেন এমবাপে।

লা লিগার ম্যাচে রিয়াল ২-০ গোলে হারিয়েছে সেভিয়াকে। ৩৮ মিনিটে জুড বেলিংহ্যামের গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। এরপর ৮৬ মিনিটে পেনাল্টি থেকে দলের দ্বিতীয় গোলটি করার সঙ্গে সঙ্গে রোনাল্ডোকে ছুঁয়ে ফেলেন এমবাপে। পেনাল্টি থেকে গোলের পর উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন এমবাপে। নিজের আদর্শ রোনাল্ডোর অনুকরণে সিউ সেলিব্রেশন করেন ফরাসি তারকা।

প্রসঙ্গত, ৬৮ মিনিটে লাল কার্ড দেখেছিলেন সেভিয়ার মার্কোস নাসিমেন্তো। এই জয়ের সুবাদে ১৮ ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগার দ্বিতীয় স্থানেই রইল রিয়াল। চলতি বছরে এটাই ছিল রিয়ালের শেষ ম্যাচ। নতুন বছরে স্প্যানিশ জায়ান্টরা মাঠে নামবে ৪ জানুয়ারি। লা লিগায় রিয়াল বেতিসের বিরুদ্ধে।

এদিকে, পর্তুগিজ মহাতারকার রেকর্ডে ভাগ বসালেও, রোনাল্ডোর সঙ্গে নিজের তুলনা করতে রাজি নন এমবাপে। ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, ক্রিশ্চিয়ানো আমার আদর্শ। রিয়াল মাদ্রিদের ইতিহাসে ও-ই সেরা ফুটবলার। বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা। ক্রিশ্চিয়ানো যা যা করেছে, সেগুলো অবিশ্বাস্য। ওঁর নজির ছুঁতে পেরে আমি সম্মানিত। ভাবতেই পারছি না, রিয়ালের জার্সি গায়ে প্রথম বছরেই নিজের আদর্শের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেছি।

গোলের পর রোনাল্ডোর অনুকরণে সিউ সেলিব্রেশন এমবাপের।

এমবাপে আরও জানিয়েছেন, এই রেকর্ড তাঁকে আরও একটা কারণে বাড়তি তৃপ্তি দিচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, আজ আমার জন্মদিন। এমন দিনে এই রেকর্ড ছুঁতে পেরে দারুণ লাগছে। রিয়ালের মতো ক্লাবের হয়ে খেলাটাই আমার কাছে সম্মানের। ছোটবেলা থেকেই এই ক্লাবের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখতাম। তাই আজকের দিনটা আমার কাছে বিশেষ দিন।

এদিকে, তাঁর রেকর্ড ছোঁয়ার জন্য এমবাপেকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রোনাল্ডো। এমবাপে নিজের ইনস্টাগ্রামে নিজের সিউ সেলিব্রেশনের ছবি পোস্ট করে রোনাল্ডোর উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন, নিজের স্বপ্নের উপর বিশ্বাস রাখো। সেই পোস্টে সমর্থন এবং আগুনের ইমোজি দিয়েছেন স্বয়ং রোনাল্ডো।

ছোটদের ফাইনালে বড় হার ভারতের

দূরত্ব বজায় নকভির সঙ্গে

ম্যাচের সেরা সমীর।

দুবাই, ২১ ডিসেম্বর : ফাইনাল-সহ গোটা টুর্নামেন্টে তিন-তিনবার পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপ জিতেছিলেন সূর্যকুমার যাদবরা। যদিও অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে ১৯১ রানে হেরে গেলেন বৈভব সূর্যবংশীরা।

তবে দাদাদের মতোই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এশীয় ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রধান মহসিন নকভির সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখলেন ভারতের যুবরা। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ক্রিকেট কর্তা মুবাসির উসমানির হাত থেকে রানার্স আপ পদক নেন ভারত অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে-সহ বাকিরা। আয়ুষরা পুরস্কার মঞ্চেও ওঠেননি। উসমানি নেমে এসে সবার হাতে পদক তুলে দেন। অন্যদিকে, চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তানের হাতে ট্রফি তুলে দেন নকভি।

রবিবাসরীয় ফাইনালে প্রথম ব্যাট করে স্কোরবোর্ডে ৮ উইকেটে ৩৪৭ রান তুলে ভারতীয়দের চাপে ফেলে দেয় পাকিস্তান। ১১৩ বলে ১৭২ রান করেন ওপেনার সমীর মিনহাস। যা যুব এশিয়া কাপ ফাইনালে নতুন নজির। ৪৭১ রান করেছেন সমীর। এটাও টুর্নামেন্টে রেকর্ড। জেতার জন্য ৩৪৮ রান তাড়া করতে নেমে, শুরুতেই আউট হন আয়ুষ (২)। বৈভবও ১০ বলে ২০ রান করেই প্যাভিলিয়নে ফেরেন। অ্যারন জর্জ (১৬), অভিজ্ঞান কুণ্ডুরাও (১৩) ব্যর্থ। ফলে ২৬.২ ওভারে ১৫৬ রানেই ভারতীয় ইনিংস গুটিয়ে যায়। সর্বোচ্চ ৩৬ রান করেন দীপেশ দেবেন্দ্র। এদিন আউট হওয়ার পর পাক ক্রিকেটারদের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়ান বৈভব ও আয়ুষ। বৈভবের অঙ্গভঙ্গি নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছে।

ম্যাকালাম এবার সরে যাক : বয়কট

অ্যাডিলেড, ২১ ডিসেম্বর: প্রথম তিন টেস্টেই হারের হ্যাটট্রিক করে আরও একটা অ্যাসেজ খোয়াতে হল ইংল্যান্ডকে। ইংল্যান্ডের কোচ বদলের দাবিও উঠে পড়ল। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ওপেনার জিওফ্রে বয়কট জানিয়ে দিলেন, বাজবল কার্যকারিতা হারিয়েছে। এবার সরে যান কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালাম। বয়কটের দাবি, বাজবল নিয়ে ইংল্যান্ড টিমের আত্মবিশ্বাস অহঙ্কারে পরিণত হয়েছে। যে কারণে, শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেও নিজেদের কৌশল বদলাতে রাজি হয় না।

নিজের কলামে বয়কট লিখেছেন, আমাদের ক্রিকেটের জন্য ব্রেন্ডন ম্যাকালাম ও বেন স্টোকস যা করেছেন, তার জন্য অনেক কৃতিত্ব তাঁদের প্রাপ্য। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে 'বাজবল' স্ট্র্যাটেজি তার সময় পেরিয়ে এসেছে। সাধারণ বুদ্ধির জায়গা নিয়েছে অহঙ্কার। আর সেটা চলতে দেওয়া মূর্খামি। নিজের নামের রণনীতি যদি লাগাতার ব্যর্থ হয়, তাহলে দায় নিয়ে সরে যাওয়াই ভাল।

ইংল্যান্ডের নেতৃত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বয়কট। তাঁর বক্তব্য, স্টোকস এবং ম্যাকালাম এমন একটা গর্ত খুঁড়ে চলেছে যার কোনও শেষ নেই, কোনও গন্তব্য নেই। যদি কিছু কাজ না করে, তা চালিয়ে যাওয়ার অর্থ নেই। পরের স্তরে পৌঁছতে হলে পরিবর্তন জরুরি। অধিনায়কও জবাবদিহির ঊর্ধ্বে নয়। স্টোকসকে সরানো সোজা ব্যাপার নয়। কিন্তু যদি তিনি মনোভাব না বদলান, তাহলে নতুন অধিনায়ক খুঁজতে হবে।

অ্যাসেজ শুরুর আগে প্রাক্তন ইংরেজ পেসার স্টুয়ার্ট ব্রডের কটাক্ষ ছিল, 'গত ১৫ বছরের সবচেয়ে খারাপ দল অস্ট্রেলিয়া'। অ্যাসেজ ধরে রেখে অস্ট্রেলীয় ব্যাটার মার্নাস লাবুশেনের পাল্টা, আমরা উত্তর দিলাম। তবে কাজ শেষ হয়নি। এবার ৫-০ করতে চাই।

শীর্ষে আর্সেনাল, জয়ী লিভারপুল

পেনাল্টি থেকে গোল করছেন আর্সেনালের ভিক্টর।

লন্ডন, ২১ ডিসেম্বর : মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে টপকে প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে ফিরল আর্সেনাল। এর আগে ওয়েস্ট হ্যামকে হারিয়ে লিগ তালিকার এক নম্বরে উঠে এসেছিল ম্যান সিটি (১৭ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট)। কিন্তু এভার্টনকে ১-০ গোলে হারিয়ে ফের শীর্ষ স্থানের দখল নিল আর্সেনাল। মিকেল আর্তেতার দলের ঝুলিতে আপাতত ১৭ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট।

হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচে ২৭ মিনিটেই গোল তুলে নিয়েছিল আর্সেনাল। নিজেদের বক্সে হ্যান্ডবল করেছিলেন এভার্টনের জ্যাক ও'ব্রায়েন। পেনাল্টি থেকে গোল করতে ভুল করেননি আর্সেনালের সুইডিশ স্ট্রাইকার ভিক্টর গিয়োকেরে। ম্যাচের বাকি সময় অনেক চেষ্টা করেও সেই গোল শোধ করতে পারেনি এভার্টন। ব্যবধান বাড়াতে সুযোগ পেয়েছিল আর্সেনাল। যদিও সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি আর্তেতার ফুটবলাররা।

এদিকে, প্রিমিয়ার লিগে গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে লিভারপুল। আর্নে স্লটের দল টটেনহ্যাম হটস্পারকে হারিয়েছে ২-১ গোলে। ক্লাবের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া মহম্মদ সালাহ ছিলেন না। তিনি মিশরের হয়ে আফ্রিকান কাপ অফ নেশনস টুর্নামেন্ট খেলার জন্য দেশে ফিরে গিয়েছেন। যদিও তাঁকে ছাড়াই অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্ট নিয়ে ফিরেছে লিভারপুল। ৩৩ মিনিটেই লাল কার্ড দেখেন টটেনহ্যামের জাভি সিমন্স। ফলে সুবিধে পেয়ে গিয়েছিল লিভারপুল। ৫৬ মিনিটে আলেকজান্ডার ইসাকের গোলে এগিয়ে যায় তারা। ৬৬ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন হুগো একিতিকি। ৮৩ মিনিটে রিচার্লিসনের গোলে ব্যবধান কমিয়েছিল টটেনহ্যাম। কিন্তু ৯৩ মিনিটে ক্রিস্টিয়ান রোমেরো লাল কার্ড দেখায় ৯ জনে হয়ে পড়ে টটেনহ্যাম। এরপর আর তারা ম্যাচে ফিরতে পারেনি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কেন শুভমন বাদ? দিল্লিতে ফিরে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের মুখে শুধু হাসলেন কোচ গম্ভীর

মাঠে ময়দানে

22 December, 2025 • Monday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২২ ডিসেম্বর ২০২৫
সোমবার

সৌম্যাদের বরণ, বাইচুং শোনান আশিয়ানের গল্প

ইস্টবেঙ্গল কোচ, ফুটবলারদের অভ্যর্থনা কর্তা, সমর্থকদের। রবিবার শহরে।

প্রতিবেদন: ইতিহাস গড়ে শহরে ফেরা ইস্টবেঙ্গলের বাঘিনীদের বরণ করে নিতে কলকাতা বিমানবন্দরে জনজোয়ার। জানা গেল, ফাইনালে নেপালের এপিএফ-এর বিরুদ্ধে নামার আগে ফাজিলা ইকওয়াপুট, সৌম্যা গুগলোথ, সুলঞ্জনা রাউলদের আশিয়ান জয়ের গল্প শুনিয়েছিলেন বাইচুং ভুটিয়া। ২০০৪-এ নেপালের মাটি থেকেই আবার সান মিগুয়েল কাপ জিতে ফিরেছিলেন বাইচুং, ডগলাসরা। এবার ফাজিলারা প্রথমবার অনুষ্ঠিত সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে বৃত্ত সম্পূর্ণ করলেন। ইস্টবেঙ্গলই ভারতের প্রথম ক্লাব যাদের পুরুষ ও মহিলা ফুটবল দল আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল। তৈরি হল ইতিহাস।

বাইচুংয়ের পেপ টকেই উদ্বুদ্ধ হয়ে মাঠে নেমেছিলেন ফাজিলারা। আশিয়ান জয়ের গল্প বলেই দলকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন পাহাড়ি বিছে। কলকাতা ম্যারাথনে এসে বাইচুং বলছিলেন, আমি ফাইনালের আগে ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দলের সঙ্গে কথা বলেছি। অতীতের উদাহরণ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছি। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য অভিনন্দন। এই মুহূর্তে ইস্টবেঙ্গলই মেয়েদের ফুটবলে দেশের সেরা দল। আশা করি, এভাবেই ওরা আমাদের গর্বিত করবে।

রবিবার রাতেই ঘরে ফিরলেন চ্যাম্পিয়নরা। সমর্থকদের আবেগ-উচ্ছ্বাসের আবহেই কলকাতা বিমানবন্দরে ফুটবলারদের বরণ করে নেওয়া হয়। সোমবার দুপুরে ক্লাব তাঁবুতে পতাকা উত্তোলনের সময় থাকতে পারেন চ্যাম্পিয়ন দলের ফুটবলাররা। শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার জানিয়েছেন, কোচের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করবেন। তবে আইডব্লুএল শুরু হওয়ায় এখনই বড় অনুষ্ঠান হবে না।

সাফে একাই ৯ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার গোল্ডেন বুট এবং প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলারের গোল্ডেন বল পেয়েছেন উগান্ডার স্ট্রাইকার ফাজিলা। জানালেন, নিজের দেশে একটি এনজিও চালান। পুরস্কার অর্থ সেখানেই দান করবেন।

সেরা জোশুয়া, কীর্তি সীমাদের

ম্যারাথনে সেরা জোশুয়া (মাঝে) ছবি সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিবেদন: শীতের কলকাতায় রবিবার সকালে জমজমাট টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে ম্যারাথন। তিলোত্তমার বুকে তৈরি হল একাধিক রেকর্ড। ছেলেদের আন্তর্জাতিক এলিট বিভাগে বিশ্বরেকর্ডধারী দু'বারের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন উগান্ডার জোশুয়া চেপতেগেই নিজের সুনাম বজায় রেখে সেরা হলেন। মেয়েদের এলিট বিভাগে গতবারের চ্যাম্পিয়ন সুতুমে আসেফাকে পিছনে ফেলে খেতাব জেতেন ইথিওপিয়ার ডেগিটু আজিমেরাও। তবে চমক দিলেন ভারতের গুলবীর সিং ও সীমা। দু'জনেই নিজেদের এলিট বিভাগে নতুন কোর্স রেকর্ড গড়ে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। ম্যারাথনে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, মন্ত্রী সুজিত বসু, মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, নগরপাল মনোজ কুমার, প্রাক্তন ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়া, অভিনেত্রী সারা আলি খান-সহ অন্যরা।

জিতল বাংলা

প্রতিবেদন : মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৯ ওয়ান ডে ট্রফি এলিটের কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলা। রবিবার নাগাল্যান্ডকে ৭ উইকেটে হারিয়েছেন বাংলার মেয়েরা। এই নিয়ে গ্রুপ পর্বে টানা পাঁচটি ম্যাচ জিতল বাংলা। প্রথমে ব্যাট করে ৪৯ ওভারে ৮৯ রানেই গুটিয়ে যায় নাগাল্যান্ড। এরপর ১৫.১ ওভারে তিন উইকেট হারিয়েই প্রয়োজনীয় রান তুলে ফেলে বাংল। এদিকে, রবিবারই বিজয় হাজারে ট্রফি খেলতে রাজকোটে পৌঁছোল বাংলা।

আজ বৈঠক

প্রতিবেদন: আইএসএলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে তিন সদস্যের কমিটির উপর দায়িত্ব পড়েছে। ক্লাব জোটের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে লিগের রূপরেখা তৈরি করতে হবে তাদের। কমিটির প্রথম ভার্চুয়াল বৈঠক সোমবার। কমিটির তিন সদস্যের সঙ্গে আহ্বায়ক হিসেবে বৈঠকে থাকবেন ফেডারেশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এম সত্যনারায়ণ।

জেমাইমার ব্যাটে ৮ উইকেটে জয়

হাফ সেঞ্চুরির পর জেমাইমা।

বিশাখাপত্তনম, ২১ ডিসেম্বর : আরও একটা বিশ্বকাপ জয়ের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন হরমনপ্রীত কৌররা। রবিবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টি-২০ ম্যাচ ৮ উইকেটে জিতেছে ভারতীয় মহিলা দল। আগামী বছরের জুনে ইংল্যান্ডের মাটিতে বসবে মেয়েদের টি-২০ বিশ্বকাপের আসর। তারই প্রস্তুতি হিসাবে এই সিরিজ খেলছে ভারত।

ওয়ান ডে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর, এদিনই প্রথম মাঠে নেমেছিলেন হরমনপ্রীতরা। প্রথমে ব্যাট করে, ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১২১ রান তুলেছিল শ্রীলঙ্কা। জবাবে ১৪.৪ ওভারে ২ উইকেটে ১২২ রান তুলে ম্যাচ জিতে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ভারত। শেফালি ভার্মা ৯ ও স্মৃতি মান্ধানা ২৫ করে আউট হলেও, দুরন্ত হাফ সেঞ্চুরি হাঁকালেন জেমাইমা রডরিগেজ। তিনি ৪৪ বলে ৬৯ করে নট আউট থাকেন। হরমনপ্রীত নট আউট থাকেন ১৫ রানে। এদিন ব্যক্তিগত ১৮ রানে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার হিসাবে টি-২০ ফরম্যাটে ৪ হাজার রান পূর্ণ করেন স্মৃতি। নিউজিল্যান্ডের সুজি বেটসের পর তিনি বিশ্বের দ্বিতীয় মহিলা ক্রিকেটার, যিনি কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে ৪ হাজার রান করলেন।

এর আগে ব্যাট করতে নেমে, ইনিংসের তৃতীয় ওভারেই অধিনায়ক চামারি আট্টাপাট্টুকে (১২ বলে ১৫ রান) খুইয়েছিল শ্রীলঙ্কা। উইকেট শিকারি ক্রান্তি গৌড়। দলকে টানছিলেন ভিষ্মি গুণরত্নে ও হাসিনি পেরেরা। কিন্তু ২৩ বলে ২০ রান করে দীপ্তি শর্মারি বলে আউট হন হাসিনি। এরপর হর্ষিতা সমরবিক্রমার সঙ্গে স্কোরবোর্ড সচল রেখেছিলেন ভিষ্মি। তবে ২৩ বলে ২১ করে হর্ষিতা ক্লিন বোল্ড হয়ে যান শ্রী চারানির বলে। ভিষ্মিও ৪৩ বলে ৩৯ করে রান আউটের শিকার হন। শ্রীলঙ্কার বড় রান তোলার আশা ওখানেই শেষ। ভারতীয়রা গোটা দুয়েক সহজ ক্যাচ মিস না করলে, আরও কম রানে শ্রীলঙ্কাকে আটকে রাখতে পারতেন।

লাথাম-কনওয়ের জোড়া সেঞ্চুরি, রেকর্ড

মাউন্ট মাউনগানুই, ২১ ডিসেম্বর : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে প্রথম ইনিংসের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও সেঞ্চুরি হাঁকালেন টম লাথাম ও ডেভন কনওয়ে। গড়লেন বিশ্বরেকর্ডও। টেস্ট ক্রিকেটের ১৪৮ বছরের ইতিহাসে প্রথম কোনও দলের দুই ওপেনার একই টেস্টের দু'ইনিংসেই সেঞ্চুরি করলেন। এমনকী, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটেও এমন নজির নেই। রবিবার ক্যারিবিয়ানদের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৪২০ রানে। ১২৩ রানে অপরাজিত থেকে যান কাভেম হজ। ১৫৫ রানের লিড হাতে নিয়ে খেলতে নেমে, দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেটে ৩০৬ রান তোলার পরেই ডিক্লেয়ার করে দেয় কিউয়িরা। লাথাম ১০১ এবং কনওয়ে ১০০ রান করে আউট হন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষ বিনা উইকেটে ৪৩ রান তুলেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জেতার জন্য শেষ দিনে আরও ৪১৯ রান তুলতে হবে ক্যারিবিয়ানদের।

চাপ বাড়ছে পিএসএলের

লাহোর : পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) দল বাড়িয়ে চাপে পাক ক্রিকেট বোর্ড। এবারের লিগে নতুন দু'টি দল যুক্ত করেছে পিসিবি। কিন্তু নতুন দুই ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সংস্থা আগ্রহ দেখায়নি। ফলে দরপত্র জমা দেওয়ার তারিখ আরও দুটো দিন পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। আগে ঠিক ছিল, ২২ ডিসেম্বরের মধ্যে দরপত্র জমা দিতে হবে। এখন সেই সময় বাড়িয়ে ২৪ ডিসেম্বর করা হয়েছে।

কেকেআর কোচের দাবি, গ্রিন পাঁচশো রান করবে

প্রতিবেদন : ক্যামেরন গ্রিনকে ২৫.২০ কোটিতে কিনেছে কেকেআর। তাঁর উপর নাইটদের যে অনেক ভরসা সেটা বোঝা গেল হেড কোচ অভিষেক নায়ারের কথায়। তিনি বলেছেন, আন্দ্রে রাসেলের অবসরের পর এমন কাউকে দরকার ছিল যে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এক মরশুমে ৫০০ রান করবে। গ্রিন ঠিক সেটাই করে দেবেন।

আবুধাবিতে এবারের আইপিএল নিলামে সবথেকে বেশি দাম পেয়েছেন অস্ট্রেলীয় অলরাউন্ডার। এত দাম এর আগে কোনও বিদেশি ক্রিকেটার পাননি। নিলাম নিয়ে বলতে গিয়ে নায়ার বলেছেন, আমরা সর্বশক্তি দিয়ে গ্রিনকে চেয়েছিলাম। তাঁর কথায়, কতদূর যেতে পারতাম সেটা বলতে পারছি না, কিন্তু আমরা গ্রিনকে ভীষণভাবে চেয়েছিলাম। আর টাকা থাকলে খরচ করবই। টাকা বাঁচিয়ে রাখার কোনও কারণ নেই। আমাদের পরিকল্পনাই ছিল গ্রিনকে নেওয়ার। ও আমাদের আসল প্লেয়ার। রাসেল অবসর নেওয়ার পর এমন কাউকে দরকার ছিল যে ফ্র্যাঞ্চাইজিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাই গ্রিনকে নিতে চেয়েছিলাম।

নায়ার জানিয়েছেন তাঁরা গ্রিনকে তিনে খেলাতে চান। তাঁর কথায়, ওকে আমরা প্রথম তিনেই খেলতে দেখেছি। এটাই ওর পছন্দের জায়গা। গ্রিন ৫০০ রান করতে পারে। ওকে আগেও আইপিএলে ৫০০ রান করতে দেখেছি। গ্রিন খেলা মানে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আমাদের টপ থ্রি আগেও ৪০০ রান করেছে। তাই আশা

করছি গ্রিন এবার সেটাই করবে। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে গ্রিন ৫২১ রান করেছিলেন। স্ট্রাইক রেট ছিল ১৬০। জিওহটস্টারে রাচিন রবীন্দ্রকে নেওয়া নিয়ে কেকেআর কোচ বলেন, ওকে বেস প্রাইসে (২ কোটি) পেয়ে ভাল হয়েছে। রাচিন কোয়ালিটি প্লেয়ার। সিএসকের হয়ে ওর ফর্ম ভাল যায়নি, কিন্তু রাচিন আমাদের নজরে ছিল। সাইফার্ট আর অ্যালেনের মধ্যে কেউ একজন ওপেন করবে। তিনে গ্রিন। সবমিলিয়ে কেকেআরের দল এবার বেশ ভাল হয়েছে। দশে

মাঠে ময়দানে

22 December, 2025 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নিজেদের দখলেই অ্যাসেজ। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ৭২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া। ছয়ে ভারত

এটাই হওয়ার ছিল, গিল নিয়ে প্রাক্তনরা

রানে না থাকা শুভমন বাদ পড়ায় অবাক নন কেউই।

মুম্বই, ২১ ডিসেম্বর : যাকে তিন ফরম্যাটের অধিনায়ক ভাবা হচ্ছিল, তাকেই টি-২০ বিশ্বকাপের দল থেকে ছেঁটে ফেললেন নির্বাচকরা। শুভমন গিলের বাদ পড়া নিয়ে অতঃপর চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটে। অনেকেই এখন এর কারণ খোঁজায় ব্যস্ত।

সঞ্জয় মঞ্জরেকর অবশ্য একে নির্বাচকদের সাহসী সিদ্ধান্ত না বলে ভুল শুধরে নেওয়া বলেছেন। তিনি দাবি করেছেন টেস্টের পারফরম্যান্স দেখে কাউকে টি-২০ দলে নিলে এরকমই হবে। ইংল্যান্ড সফরে শুভমন ৭৫৪ রান করেছিলেন। কিন্তু মঞ্জরেকর এক্স হ্যান্ডলে যা লিখেছেন তার মানে দাঁড়ায় ওই রান দেখে শুভমনকে ছোট ফরম্যাটে নেওয়া ঠিক হয়নি। বিশ্বকাপের মরশুমে দল বাছাইয়ের সময় নামী নামের আগে পারফরম্যান্স দেখা জরুরি। যেখানে নাম দেখে ১৫ জন নয়, প্রত্যেকের ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে সে তার জায়গায় মানানসই কিনা।

নির্বাচক চেয়ারম্যান অজিত আগারকর অদ্ভুত এক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ওই 'সর্ট অফ লিটল রানস' গোছের। ১৮ ইনিংসে যার একটা পঞ্চাশ নেই তাকে 'লিটল রানস' বলা যায়? তবু মুখরক্ষায় আগারকর দলের ব্যালান্স ঠিক করার কথা বলেছেন। তবে শোনা যাচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টও শুভমনকে টপ অর্ডার থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। বারবার টেস্ট থেকে সরাসরি টি-২০'তে ঢুকে পড়া ও মানিয়ে নেওয়ার সময় না পাওয়া এর কারণ হতে পারে। তাছাড়া তিনি রানেও ছিলেন না।

এই আবহে রবিচন্দ্রন অশ্বিন তাঁর ইউটিউব চ্যানেল অ্যাশ কি বাত-এ বলেছেন, অনেক আগে থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে এটা হতে চলেছে। সঞ্জু স্যামসনকে বসিয়ে শুভমনকে খেলালে এমনই হওয়ার ছিল। আর শুভমন চোট পাওয়ার পর আর রাস্তাও ছিল না। তবে সুনীল গাভাসকর অবশ্য শুভমনের পাশেই দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ও স্ট্রাগল করেছে। রান পায়নি এটাও ঘটনা। কিন্তু ক্লাস টেম্পোরারি, ফর্ম হল পার্মানেন্ট। টি-২০ শুভমনের জন্য নয় এমন ভাবার কারণ নেই। আমরা ওকে আইপিএলে দেখেছি।

রোহিতকে সম্মান

রোহিত শর্মাকে সম্মান জানাল মাস্টার্স ইউনিয়ন স্কুল অফ বিজনেস। রবিবার এক অনুষ্ঠানে প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের হাতে সাম্মানিক ডিগ্রি এবং একটি ক্রিকেট ব্যাট তুলে দেওয়া সংস্থার পক্ষ থেকে। এহেন সম্মান পেয়ে আপ্লুত রোহিত নিজেও।

দশে ১০ আগারকর : ভাজ্জি

মুম্বই, ২১ ডিসেম্বর : ভারতীয় দল নির্বাচন করে অজিত আগারকর প্রশংসা পেয়েছেন এটা আগে কখনও হয়নি। কিন্তু টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য ১৫ জনের দল গড়ে এবার প্রশংসিত হলেন নির্বাচক প্রধান। খুব প্রশংসিত সিদ্ধান্ত এই ফরম্যাটে রান না পাওয়া শুভমন গিলের বাদ পড়া ও মুস্তাক আলি টুর্নামেন্ট দুটি সেঞ্চুরি করা ঈশান কিশানের সুযোগ পাওয়াও।

প্রাক্তন অফস্পিনার হরভজন সিং দল গঠনের পর নির্বাচকদের প্রশংসা করেছেন। জিওস্টার-এ হরভজন বলেছেন, আমি প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকর ও তাঁর সঙ্গীদের দশে দশ নম্বর দেব। শুভমনকে বাদ দেওয়া কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল, কিন্তু ওর জন্য টি-২০'তে রাস্তা একেবারে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে দলই হল সবার আগে। হরভজন এরপর রিঙ্কু সিংকে দলে নেওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, রিঙ্কুকে আবার দলে নেওয়ায় আমি খুশি হয়েছি। ঈশান ফেরাতেও খুশি। ওকে নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমরা। ঈশান দলে এসে গেল। ও ভাল ফর্মে আছে। নির্বাচকরা জিতেশ শর্মাকে নেননি, কারণ সাত ও আটে কয়েকজন ভাল ব্যাটার রয়েছে।

টপ আর্ডারে পাওয়ারফুল ব্যাটারের প্রয়োজনীয়তা আছে জানিয়ে হরভজন বলেন, শুভমন না থাকায় এমন কাউকে ওখানে দরকার ছিল যে কিপিংও করতে পারবে। তাই এই দুটো পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল। আর অক্ষর প্যাটেলকে সহ-অধিনায়ক করাটা একদম যথাযথ সিদ্ধান্ত। সবমিলিয়ে নির্বাচকরা খুব ভাল কাজ করেছেন। হরভজন আশা করেন ভারত ভাল খেলবে ও বিশ্বকাপ জিতবে।

চাই একটা ইনিংস, সূর্যর পাশে তিলক

মুম্বই, ২১ ডিসেম্বর: সহ-অধিনায়ক শুভমন গিলকে বাদ দিয়ে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকেই আসলে বার্তা দিয়েছেন গৌতম গম্ভীর, অজিত আগারকররা। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, শুধু টি-২০ দলের অধিনায়ক বলেই এবং নেতা হিসেবে তাঁর সাফল্যের রেকর্ডের কারণেই বিশ্বকাপে সূর্যকে দলে রাখা হয়েছে। বিশ্বকাপেও রান না পেলে এবং দল ব্যর্থ হলে বাদ পড়বেন তিনিও। গত ১৫ টি-২০ ইনিংসে গিল করেছেন ২৯১ রান। গড় ২০-র মতো। ১৯ ইনিংস খেলে সূর্যর রান ২১৮। গড় ১৩.৬২। অধিনায়ক অবশ্য পাশে পাচ্ছেন সতীর্থদের। বোর্ডের শেয়ার করা ভিডিওতে তিলক ভার্মা

জানিয়েছেন, শুধু একটা ভাল ইনিংসের অপেক্ষায় দল। তাহলেই খারাপ সময় কাটিয়ে উঠবে সূর্য।

অধিনায়কের টানা ব্যর্থতা নিয়েও বিচলিত নন তিলক। তিনি বলেছেন, আমি শুধু সূর্যকে বলেছি, ব্যাটের মাঝখান দিয়ে শুধু কয়েকটি বল খেলার চেষ্টা করো, শান্ত থাকো এবং ক্রিজে গিয়ে সময় নাও। একসঙ্গে ক্রিজে থাকার সময় আমি এটাই তাকে বলেছি। তিলক আরও বলেন, আমরা সবাই দেখেছি যে সূর্য কীরকম ব্যাটিং করে। আমি ওকে বলব না, ক্রিজে গিয়ে তুমি ফিল্ডারের মাথার উপর দিয়ে শট খেলো। আমি সূর্যকে বলতে চাই, গ্যাপ খোঁজার চেষ্টা করো। যদি সেটা ঠিকঠাক হয়, তাহলে সহজেই বড় ইনিংস খেলতে পারবে। সবাই ওর কাছে একটা ইনিংস চাইছে। কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে সূর্য, সেটা তো সবাই জানে।

ইডেনে বাবার ছবির সামনে টাইগার পতৌদির কন্যা সোহা আলি খান।

বক্সিং ডে-র আগে অস্ট্রেলিয়ার দখলেই অ্যাসেজ

অ্যাডিলেড, ২১ ডিসেম্বর : ৪৩৫ রান করলে জিতত ইংল্যান্ড। রেকর্ডও হত। তারা পারেনি। অ্যাডিলেডে শেষদিনে দরকার ছিল ২২৮ রানের। সেটাও তোলা যায়নি। তাহলে কী হল? এটাই যে, ৩৫২ রানে গুটিয়ে গেল ইংল্যান্ড ইনিংস। এতে তৃতীয় টেস্টে ৮২ রানে হার ও অ্যাসেজ অধরাই থেকে গেল বেন স্টোকসের দলের জন্য।

সামনে বক্সিং ডে টেস্ট। তারপর আরও এক। কিন্তু এই দুই টেস্টের আর সেসবের কোনও গুরুত্ব থাকল না। এই সুযোগে ম্যাকালামের দলকে খোঁচা দিতে ছাড়েননি দ্বিতীয় ইনিংসে তিন উইকেট নেওয়া মিচেল স্টার্ক। খেলার পর তিনি বলেন, অনেক কথা হয়েছিল আমাদের বয়স নিয়ে। সেটা শুনে এসেছি। আসলে অভিজ্ঞতার দাম অনেক। যা প্রমাণ হল এই সিরিজে। অস্ট্রেলিয়ায় ১৮ টেস্টের মধ্যে ১৬টিতে হারল ইংল্যান্ড। স্টার্ক এখন খোঁচা দিতেই পারেন।

সাকুল্যে ১১ দিন খেলা হয়েছে তিন টেস্টে। তার মধ্যেই অ্যাসেজ নিজেদের দখলে রেখে দিয়ে অস্ট্রেলীয়দের উল্লাস। রবিবার।

অ্যাডিলেডে তাদের বাজবল ছেড়ে সনাতন ক্রিকেটে ফিরেছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু তাতেও লাভ হল না। রবিবার, খেলার শেষদিনে লিয়ন আর গ্রিনকে দিয়ে শুরু করেছিল অস্ট্রেলিয়া। জ্যাকস আর স্মিথ ৪০ মিনিট কাটিয়ে দেওয়ার পর শুরু হয় বৃষ্টি। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সেটা থেমেও যায়। এরপর সারের দুই ক্রিকেটার কিছুটা মার মার করে খেললেও বেশি এগোতে পারেননি। স্মিথ ৬০ রান করে স্টার্ককে উইকেট দিয়ে যান। জ্যাকস ৪৭ রান করে সেই স্টার্কেরই শিকার হয়েছেন। কার্স শেষপর্যন্ত ৩৯ রান করে নট আউট থেকে যান। স্টার্ক ছাড়া ৩টি করে উইকেট নেন কামিন্স ও লিয়ন। শেষ উইকেটটি নিয়েছেন বোল্যান্ড।

হারের পর ম্যাকালাম বলেছেন, মেলবোর্নে তাঁরা ভাল করার চেষ্টা করবেন। দলে কিছু পরিবর্তনও হতে পারে। তাঁর খারাপ লাগছে অধিনায়কের জন্য। কারণ, স্টোকস অনেক আশা নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিলেন। এদিকে, অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক কামিন্স ও নাথান লিয়ন মেলবোর্নে অনিশ্চিত।